ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৪ সংখ্যা ঃ ২০১ ● কলকাতা ● ০৮ শ্রাবণ, ১৪৩১ ● বুধবার ● ২৪ জুলাই, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

বচ্চন পরিবারকে এড়িয়ে চলছেন ঐশ্বরিয়া

পৃঃ ৫

দ্রুতই মাঠে ফিরতে পারব : মেসি

পৃঃ ৬

শুনানি চলাকালীন রীতিমতো উত্তপ্ত পরিবেশ তৈরি হল শীর্ষ আদালতে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : নিট মামলার শুনানি চলাকালীন রীতিমতো উত্তপ্ত পরিবেশ তৈরি হল শীর্ষ আদালতে। এক বর্ষীয়ান আইনজীবীর উপর রেগে আগুন হয়ে প্রধান বিচারপতি জানালেন, 'নিরাপত্তারক্ষী ডেকে ওঁকে এখান থেকে বের করে দিন।' এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রীতিমতো শোরগোল শুরু হয় সুপ্রিম কোর্টে।অবশ্য আদালতে আইনজীবী নেদুম্পারার সঙ্গে প্রধান বিচারপতির এমন উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় এই প্রথমবার নয়। চলতি বছরের মার্চ মাসে ইলেক্টোরাল বন্ডের শুনানি চলাকালীন সেখানে হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা করছিলেন আইনজীবী। কথার মাঝখানে মন্তব্য করছিলেন। এই পরিস্থিতিতে এক সময় বাধ্য হয়ে চড়া সুরে প্রধান বিচারপতি বলেন, আপনি চিৎকার করবেন না। এটা কোনও পাড়ার দোকানের

এরপর ২ পাতায়

দুর্গাপূজা নিয়ে বৈঠক করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে

কলকাতা: নিউজ সারাদিন : মঙ্গলবার বিকেল ৪ টের সময় কলকাতা নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে এসে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২০২৪ সালের দুর্গাপুজো নিয়ে এক বৈঠক করলেন এখানে উপস্থিত ছিলেন সর্ব ধর্মের মানুষ বিভিন্ন পুজো বারোয়ারি কমিটির সদস্যরা এছাড়াও প্রশাসনের বিশিষ্ট কর্তা ব্যক্তি হাওড়া পুলিশ কমিশনারেটের পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েল উপস্থিত ছিলেন রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার, মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন,ববি আকিব, দমকল বাহিনী সহ বিভিন্ন দপ্তরের ব্যক্তিরা। সারা রাজ্য জুড়ে প্রায় ৪৩ হাজার দুর্গা পুজো হয় তার মধ্যে কলকাতায় ২০০০ এর কিছু বেশি পুজো আছে। এই ৪৩ হাজার দুর্গাপুজো কমিটি কে ২০২৪ সালে অনুদান হিসেবে ৭০ হাজার থেকে বাড়িয়ে ৮৫ হাজার টাকা করা হলো। এবং এর পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন আগামী ২০২৫ এর দুর্গাপূজায় ১ লক্ষ টাকা করে অনুদান দেওয়া হবে। পুজো কমিটিকে শুধু অনুদান নয়, ইলেকট্রিক বিলেও ৭৫% টাকা মুকুব করার অনুরোধ করলেন রাজ্যের বিভিন্ন ইলেকট্রিক অফিসের দপ্তরকে। প্রতিটি পুজো মন্ডপে সিসিটিভি রাখতে হবে, দুর্গাপূজো চলাকালীন কোন মানুষ অসুস্থ হলে দ্রুত তাকে হসপিটালে নিয়ে

এরপর ৩ পাতায়

বাজেটের পর কী কী সস্তা হতে চলেছে, কিসের দাম বাড়তে চলেছে, রইল পূর্ণাঙ্গ তালিকা

বেবি চক্রবর্ত্তী: নিউজ সারাদিন : ক্যানসারের চিকিৎসায় ব্যবহৃত একাধিক ওষুধের দাম কমতে চলেছে। তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ওষুধের উপর থেকে কর তুলে নিয়েছে সরকার। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা জানিয়েছেন, ওই তিনটি ওষুধকে সম্পূর্ণ শুল্কমুক্ত করা হচ্ছে। ফলে ক্যানসারের ওই সব ওষুধের দাম কমতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।মোবাইল ফোন, মোবাইলের চার্জার এবং অন্যান্য মোবাইল সরঞ্জামের দামও কমতে চলেছে। এই জিনিসগুলির উপর থেকে সাধারণ শুল্ক কমানো হচ্ছে প্রায় ১৫ শতাংশ। ফলে আগের চেয়ে সস্তায় মিলবে মোবাইল এবং সেই সংক্রান্ত জিনিসপত্র। সোনা এবং রুপোর দামও কমতে চলেছে। মঙ্গলবার নির্মলা জানিয়েছেন, সোনা এবং রুপোর আমদানি শুল্ক ছয় শতাংশ কমিয়ে দেওয়া হবে। বিশেষজ্ঞদের অনেকের মতে, এর ফলে সোনা এবং রুপোর দাম কমবে এবং এই ধাতুগুলির চাহিদা বাড়বে। ফলে সাধারণ মানুষ আরও বেশি করে সোনা বা রুপোর গয়না কিনতে শুরু করবেন। এর ফলে মূল্যবান ধাতু পাচারের চক্রও অনেকটা শিথিল হবে বলেও দাবি অর্থমন্ত্রীর।প্ল্যাটিনামের উপর থেকে ৬.৪ শতাংশ শুল্ক হ্রাস করা হচ্ছে। ফলে প্ল্যাটিনামের দামও কমতে পারে। চামড়াজাত দ্রব্যের শুল্ক হ্রাস করা হয়েছে। সেগুলির দামও কমতে পারে।আরও দু'টি ধাতুর দাম কমতে চলেছে। নিকেল এবং তামার উপর থেকে সাধারণ কর তুলে নিয়েছে সরকার। ফলে এই দুই ধাতুর দামও অনেকটা কমে যাবে বলে মনে করা হচ্ছে। এ ছাড়াও, ২৫টি গুরুত্বপূর্ণ ধাতুর উপর থেকে কর পুরোপুরি তুলে নেওয়া

এরপর ৩ পাতায়

বাজেট ২০২৪-২৫ নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর অভিমত

নতুন দিল্লি, ২৩ জুলাই, ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীমতী নির্মলা সীতারমনের আজ লোকসভায় পেশ করা ২০২৪-২৫ আর্থিক বছরের কেন্দ্রীয় বাজেটকে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী সাধুবাদ জানিয়েছেন। বাজেট প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এবছরের বাজেট উন্নয়নের ধারাকে নতুন লক্ষ্যসীমায় পৌঁছে দিতে বাধ্য। এজন্য তিনি সকল নাগরিককে অভিনন্দন জানিয়েছেন। তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীমতী নির্মলা সীতারমন এবং তাঁর পুরো দলের এজন্য অভিনন্দন প্রাপ্য। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ২০২৪-২৫ আর্থিক বছরে কেন্দ্রীয় বাজেট সমাজের প্রতিটি শ্রেণীর মানুষের ক্ষমতায়নের পথ গড়ে তুলবে। তিনি বলেন তা গ্রামের দরিদ্র কৃষককে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ২৫

এরপর ৩ পাতায়

পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি

তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ ☐ পশ্চিমবঙ্গ সরকার

১/১ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা – ৭০০০২০

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে

৫ টি আবাসিক নাট্য প্রশিক্ষণ কর্মশালা

পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি আগামী আগস্ট থেকে সেপ্টেম্বর ২০২৪–এর মধ্যে রাজ্যের ৫টি স্থানে একটি করে ৫দিনের আবাসিক নাট্য প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করবে। আগ্রহীরা পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির সচিবকে উদ্দেশ্য করে আবেদন জানাতে পারেন।কর্মসূচি এবং নিয়মাবলি বিশদে নীচে দেওয়া হল।

ক্রমিক সংখ্যা	বিভাগের নাম	তারিখ	স্থান	বিভাগের অন্তর্গত জেলা	সাক্ষাৎকার গ্রহণের সম্ভাব্য তারিখ ও স্থান
১	মালদা বিভাগ	১২ – ১৬ আগস্ট ২০২৪	বহরমপুর	উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা, মুর্শিদাবাদ	বহরমপুর ০২.০৮.২০২৪
২	প্রেসিডেন্সি বিভাগ	১৭ – ২১ আগস্ট ২০২৪	বারুইপুর	কলকাতা, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হাওড়া, নদিয়া	আলিপুর (কলকাতা) ০৮.০৮.২০২৪
৩	জলপাইগুড়ি বিভাগ	২৮ আগস্ট – ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৪	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং	কোচবিহার ০৫.০৮.২০২৪
৪	বর্ধমান বিভাগ	০৯ – ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪	বর্ধমান	পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, হুগলি, বীরভূম	পূর্ব বর্ধমান ০৯.০৮.২০২৪
৫	মেদিনীপুর বিভাগ	১৮ – ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৪	ঝাড়গ্রাম	বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব মেদিনীপুর, পুরুলিয়া	ঝাড়গ্রাম ২২.০৮.২০২৪

যোগ্যতা : বয়স ১৮ থেকে ৩০ বছর। ন্যূনতম মাধ্যমিক পাশ হতে হবে। একজন মাত্র একটি কেন্দ্রের জন্য আবেদন করতে পারবেন, তাঁকে ওই বিভাগের যে কোনো জেলার স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে। আবেদনে থাকতে হবে – নাম, বয়স, পিতা/মাতার নাম, স্থায়ী ঠিকানা, প্রথাগত শিক্ষা, লিঙ্গ, বিভিন্ন কলায় পারদর্শীতার অভিজ্ঞতা (যদি থাকে), যোগাযোগের ফোন নম্বর। দিতে হবে আধার কার্ডের কপি ও ১ টি পাসপোর্ট সাইজের ছবি। ২০/০৭/২০২৪ এর মধ্যে workshop.pbna@gmail.com –এ মেইল করে আবেদন করবেন। সাক্ষাৎকারের জন্য ডাক পেলে নিজের খরচায় আসতে হবে। নির্বাচিত হলে কর্মশালায় বিনা ব্যয়ে অংশগ্রহণ করা যাবে। শিবির শেষে শংসাপত্র পাওয়া যাবে।

যোগাযোগ : (০৩৩) ২২২৩ -১১৩২

সচিব
পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি

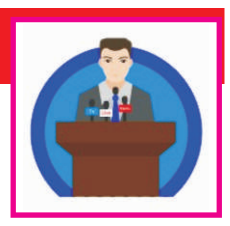

এবারের বাজেট বৈশিষ্ট্য : এক নজরে

নয়াদিল্লি, ২৩ জুলাই ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের বাজেট প্রস্তাব আজ সংসদে পেশ করেন কেন্দ্রীয় অর্থ ও কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রী শ্রীমতী নির্মলা সীতারমন। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের অনুমিত বাজেট হিসাব হল :

* ঋণ ছাড়া অন্যান্য খাতে মোট আয় ৩২.০৭ লক্ষ কোটি টাকা

* মোট ব্যয় ৪৮.২১ লক্ষ কোটি টাকা

* কর বাবদ নিট আয় ২৫.৮৩ লক্ষ কোটি টাকা

* আর্থিক ঘাটতি জিডিপি-র ৪.৯ শতাংশ

* আগামী বছরে ৪.৫ শতাংশ হারে ঘাটতি পূরণের লক্ষ্য

* মুদ্রাস্ফীতির হার স্থিতিশীল ও হ্রাসের দিকে, লক্ষ্য স্থির হয়েছে তা ৪ শতাংশে ধরে রাখার। খাদ্য ও জ্বালানি বাদে মুদ্রাস্ফীতির হার ৩.১ শতাংশে ধরে রাখার আশা

* কর্মসংস্থান; দক্ষতা বিকাশ ক্ষুদ্র, মাঝারি ও অণু শিল্প এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে এবারের বাজেট প্রস্তাবে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে

কর্মসংস্থান এবং দক্ষতা বিকাশের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর পাঁচটি কর্মসূচির এক প্যাকেজ

* ৪ কোটি ১০ লক্ষ তরুণ ও যুবককে আগামী পাঁচ বছরে আরও সুদক্ষ করে তোলার প্রস্তাব। এছাড়াও, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ছাড়াও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাও তাঁদের জন্য সম্প্রসারিত হবে।

* প্রথম কর্মসূচি : ইপিএফও-তে নথিভুক্ত রয়েছেন এ ধরনের যে সমস্ত তরুণ ও যুবক প্রথমবার কর্মে নিযুক্ত হচ্ছেন, তাঁদের ১৫ হাজার টাকা পর্যন্ত মাসিক বেতনের তিনটি কিস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা।

* দ্বিতীয় কর্মসূচি : নির্মাণ ও উৎপাদন ক্ষেত্রে কর্মচারী ও কর্মদাতা - উভয়কেই বিশেষ সুবিধা দেওয়ার প্রস্তাব। কর্মসংস্থানের প্রথম চার বছরে ইপিএফও-তে জমা দেওয়া অর্থের ভিত্তিতে এই সুবিধা দেওয়ার ব্যবস্থা।

* তৃতীয় কর্মসূচি : কর্মদাতাদের ইপিএফও-তে দু'বছর ধরে জমা দেওয়া অর্থের ৩ হাজার টাকা পর্যন্ত প্রতি মাসে সরকারের পক্ষ থেকে ফেরত দেওয়ার ব্যবস্থা।

* চতুর্থ কর্মসূচি : দক্ষতা বিকাশ কর্মসূচির জন্য বাজেট প্রস্তাব -

* পাঁচ বছর ধরে ২০ লক্ষ তরুণ ও যুবককে সুদক্ষ করে গড়ে তোলা হবে।

* ১ হাজার শিল্প প্রশিক্ষণ সংস্থাকে আরও উন্নত করে তোলার প্রস্তাব।

* পঞ্চম তথা নতুন কর্মসূচি : ৫০০টি শীর্ষ স্থানীয় সংস্থায় ইন্টার্নশিপের জন্য পাঁচ বছর ধরে ১ কোটি তরুণ ও যুবককে যুক্ত করা হবে।

বিকশিত ভারত গঠনের লক্ষ্যে বাজেটে ন'টি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রকে অগ্রাধিকার দেওয়ার প্রস্তাব :

(১) উৎপাদনশীলতা ও নিরন্তর কৃষি ব্যবস্থা

(২) কর্মসংস্থান ও দক্ষতা বিকাশ

(৩) অন্তর্ভুক্তিমূলক মানবসম্পদ বিকাশ ও সামাজিক ন্যায়

(৪) নির্মাণ, উৎপাদন ও পরিষেবা

(৫) নগরোন্নয়ন

(৬) জ্বালানি নিরাপত্তা

(৭) পরিকাঠামো

(৮) উদ্ভাবন প্রচেষ্টা, গবেষণা ও উন্নয়ন

(৯) আগামী প্রজন্মের উপযোগী সংস্কার প্রচেষ্টা

প্রথম অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র :

* কৃষি এবং কৃষি-নির্ভর অন্যান্য ক্ষেত্রগুলির জন্য ১.৫২ লক্ষ কোটি টাকার বরাদ্দ প্রস্তাব।

* উচ্চ ফলনশীল এবং যে কোন ধরনের জলবায়ু সহায়ক সহনশীল ৩২ ধরনের শস্য উৎপাদনের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ কৃষকদের অনুকূলে ব্যয়ের প্রস্তাব।

* সারা দেশের ১ কোটি কৃষককে প্রাকৃতিক কৃষি পদ্ধতির সঙ্গে যুক্ত করা হবে।

* প্রাকৃতিক কৃষি পদ্ধতির স্বার্থে জৈব উপকরণ ও সাজসরঞ্জাম যোগানের জন্য ১০ হাজারটি প্রয়োজন-ভিত্তিক রিসোর্স সেন্টার।

* ৩ বছর ধরে কৃষিক্ষেত্রের জন্য ডিজিটাল পাবলিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার (ডিপিআই) বাস্তবায়িত করার প্রস্তাব।

দ্বিতীয় অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র :

* প্রধানমন্ত্রীর প্যাকেজের অংশ হিসেবে কর্মসংস্থান-ভিত্তিক সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কিত তিনটি কর্মসূচি রূপায়িত হবে। প্রথমটি হল, প্রথমবার যাঁরা কাজে নিযুক্ত হচ্ছেন; দ্বিতীয়টি হল, নির্মাণ ও উৎপাদন ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের প্রসার এবং তৃতীয়টি হল, কর্মীদের জন্য সহায়তাদানের ব্যবস্থা।

মহিলাদের আরও বেশি সংখ্যায় কাজে নিযুক্ত করার জন্য গড়ে তোলা হবে :

* হস্টেল ও ক্রেশ। শিল্প সংস্থাগুলির সঙ্গে সহযোগিতাক্রমে তা বাস্তবায়নের ব্যবস্থা।

* শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য দক্ষতা বিকাশ কর্মসূচি।

* মহিলাদের স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির নিজস্ব উৎপাদন বাজারজাত করার জন্য বিশেষ প্রচেষ্টা।

* পাঁচ বছর ধরে ২০ লক্ষ তরুণ ও যুবককে প্রধানমন্ত্রীর দক্ষতা বিকাশ কর্মসূচির আওতায় নিয়ে আসা হবে।

* ৭.৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ সহায়তাদানের ব্যবস্থা। এজন্য আদর্শ দক্ষতা বিকাশ কর্মসূচিটিকে সংশোধন করার ব্যবস্থা।

* দেশের বিভিন্ন সংস্থায় তরুণ ও যুবকদের উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা প্রসারের লক্ষ্যে ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আর্থিক সহায়তাদানের প্রস্তাব।

তৃতীয় অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র :

* অমৃতসর-কলকাতা শিল্প করিডরের পাশাপাশি গয়াতে শিল্প তালুক গড়ে তোলার প্রস্তাব।

* ২৪০০ মেগাওয়াট নতুন বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প গড়ে তোলার প্রস্তাব পিরপৈন্তিতে। এর জন্য ২১,৪০০ কোটি টাকা ব্যয়ের প্রস্তাব।

অন্ধ্রপ্রদেশ পুনর্গঠন আইন :

* চলতি আর্থিক বছরে বহুপাক্ষিক উন্নয়ন সংস্থাগুলির মাধ্যমে ১৫ হাজার কোটি টাকার বিশেষ আর্থিক সহায়তা।

* বিশাখাপত্তনম-চেন্নাই শিল্প করিডরের সঙ্গে কোপার্থিতে শিল্প তালুক গড়ে তোলার প্রস্তাব। এছাড়াও, হায়দরাবাদ-বেঙ্গালুরু শিল্প করিডর বরাবর ওরভাকালেও একটি শিল্প তালুক গড়ে তোলা হবে।

নারীশক্তি পরিচালিত উন্নয়ন

* নারী ও কন্যা সন্তানদের কল্যাণে ৩ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি অর্থ বরাদ্দ।

প্রধানমন্ত্রী জনজাতীয় উন্নত গ্রাম অভিযান

* আদিবাসী প্রধান গ্রামগুলিতে আদিবাসী পরিবারগুলির আর্থ-সামাজিক বিকাশের লক্ষ্যে কর্মসূচি রূপায়ণের প্রস্তাব। এছাড়াও, উন্নয়নের প্রয়োজন ও সম্ভাবনা রয়েছে এই ধরনের ৬৩ হাজার গ্রামকে উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় নিয়ে আসা হবে। ফলে, আর্থ-সামাজিক দিক থেকে উপকৃত হবেন ৫ কোটি আদিবাসী মানুষ।

দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার সম্প্রসারণ

* ইন্ডিয়া পোস্ট পেমেন্ট ব্যাঙ্ক-এর ১০০টি শাখা খোলা হবে উত্তর-পূর্ব ভারতে

চতুর্থ অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র :

* নির্মাণ, উৎপাদন ও পরিষেবা ক্ষেত্রে যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম সংগ্রহের জন্য ক্ষুদ্র, মাঝারি ও অণু শিল্প সংস্থাগুলিকে মেয়াদি ঋণদানের ব্যবস্থা।

* এই ধরনের শিল্প সংস্থাগুলির কঠিন সময়ে ব্যাঙ্ক ঋণ যাতে কোনভাবেই ব্যাহত না হয়, তা নিশ্চিত করতে নতুন ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রস্তাব।

* তরুণদের জন্য 'মুদ্রা' ঋণের পরিমাণ বর্তমানের ১০ লক্ষ থেকে ২০ লক্ষ টাকায় উন্নীত করা হবে। তবে, যাঁরা আগে নেওয়া ঋণগুলি পরিশোধ করে দিয়েছেন, শুধুমাত্র তাঁরাই এই বিশেষ সুযোগ পাবেন।

* সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বে ই-কমার্স রপ্তানি হাব গড়ে তোলা হবে ক্ষুদ্র, মাঝারি ও অণু শিল্প সংস্থাগুলির জন্য। সেইসঙ্গে, প্রথাগত শিল্পী ও কারিগররা যাঁরা তাঁদের শিল্পোৎপাদন আন্তর্জাতিক বাজারে বিপণনের সুযোগ পান, সেই ব্যবস্থাও নিশ্চিত করার প্রস্তাব।

* ক্রিটিক্যাল মিনারেল মিশন গঠন করা হবে গুরুত্বপূর্ণ খনিজ পদার্থগুলিকে পুনর্ব্যবহারযোগ্য করে তোলার জন্য।

* ঋণদান; ই-কমার্স; শিক্ষা; স্বাস্থ্য; আইন ও বিচার; শিল্প পরিবহন; ক্ষুদ্র, মাঝারি ও অণু শিল্প এবং শহরাঞ্চলের প্রশাসনের কাজের সুবিধার জন্য ডিজিটাল পাবলিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার অর্থাৎ ডিপিআই বাস্তবায়িত করার প্রস্তাব।

পঞ্চম অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র :

* ৩০ লক্ষের বেশি জনসংখ্যা রয়েছে, এ ধরনের ১৪টি বড় বড় শহরে পরিবহণ-কেন্দ্রিক উন্নয়ন পরিকল্পনা রচনা এবং তা বাস্তবায়নের জন্য কৌশলসূত্র বের করার প্রস্তাব।

* 'প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা'র আওতায় শহরাঞ্চলে ২.২ লক্ষ কোটি টাকার কেন্দ্রীয় সহায়তা সহ ১০ লক্ষ কোটি টাকা বিনিয়োগের প্রস্তাব। শহরাঞ্চলের ১ কোটি দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পরিবারের বাসস্থানের চাহিদা মেটাতে এই বিশেষ ব্যবস্থা।

* আগামী পাঁচ বছরে দেশের নির্দিষ্ট কয়েকটি শহরে ১০০টির মতো সাপ্তাহিক হাট বা স্ট্রিট ফুড হাব-কে আরও উন্নত করে তোলার নতুন কর্মসূচি।

ষষ্ঠ অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র :

* কর্মসংস্থান, বৃদ্ধি ও অগ্রগতি এবং নিরন্তর পরিবেশ সুরক্ষার সঙ্গে ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য জ্বালানি ক্ষেত্রের রূপান্তর প্রচেষ্টা সম্পর্কিত নীতির খসড়া রচনার প্রস্তাব।

* বিদ্যুতের মজুত ও যোগান সম্পর্কিত নীতিও তৈরি করা হবে।

* পরমাণু জ্বালানি সম্পর্কিত গবেষণা ও উন্নয়ন প্রচেষ্টা চালানো হবে বেসরকারি ক্ষেত্রের সহযোগিতায়।

* এনটিপিসি এবং ভেল-এর মধ্যে সহযোগিতার মাধ্যমে ৮০০ মেগাওয়াট শক্তিসম্পন্ন বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র গড়ে তোলার প্রস্তাব। এজন্য ব্যবহার করা হবে এইউএসসি প্রযুক্তি।

সপ্তম অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র ;

* পরিকাঠামো ক্ষেত্রের প্রসার ও উন্নয়নের লক্ষ্যে মূলধনী ব্যয় বাবদ ১১,১১,১১১ কোটি টাকা (জিডিপি-র ৩.৪ শতাংশ) ব্যয়ের প্রস্তাব।

* পরিকাঠামো ক্ষেত্রে বিনিয়োগের জন্য রাজ্যগুলিকে সাহায্য করতে সুদমুক্ত দীর্ঘমেয়াদি ঋণদানের ব্যবস্থা ১.৫ লক্ষ কোটি টাকা আর্থিক প্যাকেজের ব্যবস্থা।

* প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার চতুর্থ পর্যায়ের সূচনা করা হবে। এর আওতায় ২৫ হাজার গ্রামে সকল জলহাওয়ার উপযোগী সড়ক সংযোগ গড়ে তোলার প্রস্তাব।

* কোশি-মেচি আন্তঃরাজ্য সংযোগ সহ বিহারের বিভিন্ন সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি রূপায়ণে ১১,৫০০ কোটি টাকার আর্থিক সহায়তা।

* আসাম, হিমাচল প্রদেশ, উত্তরাখণ্ড এবং সিকিমকে বন্যা

এরপর ৪ পাতায়

মঙ্গলবার বিধানসভায় শপথ নিলেন

সদ্য জয়ী চার বিধায়ক

কলকাতা: নিউজ সারাদিন : মঙ্গলবার রাজ্য বিধানসভায় শপথ নিলেন সদ্য জয়ী চার বিধায়ক। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতি বিধানসভায় শপথ নিয়েছেন মুকুটমনি অধিকারী, কৃষ্ণ কল্যাণী, সুপ্তি পাণ্ডে এবং মধুপর্ণা ঠাকুর। এই গোটা শপথ গ্রহণ পর্ব বয়কট করেছিল বিজেপির-র পরিষদীয় দল।ভারতীয় সংবিধানকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে এই শপথ গ্রহণ হয়েছে বলে দাবি গেরুয়া দলের বিধায়কদের। সেই কারণে বিধানসভায় হাজির ছিলেন না তাঁরা। তবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে এদিন জানিয়েছেন, সংবিধান মেনেই চার বিধায়কের শপথগ্রহণ পর্ব মিটেছে। সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, রেয়াত হোসেন সরকারদের মতো এবার বিধানসভায় শপথ নিলেন নিলেন তৃণমূলের চার বিধায়ক। সদ্য উপনির্বাচনে জয়ী রায়গঞ্জের তৃণমূল বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণী, রানাঘাট দক্ষিণের তৃণমূল বিধায়ক মুকুটমণি অধিকারী, মানিকতলার বিধায়ক সুপ্তি পাণ্ডে এবং বাগদার বিধায়ক মধুপর্ণা ঠাকুর এদিন শপথ গ্রহণ করেছেন।এই চার বিধায়কের শপথ গ্রহণ নিয়েও প্রাথমিকভাবে জটিলতা তৈরি হয়েছিল। সোমবার রাজভবনের তরফে চার বিধায়কের শপথ গ্রহণ নিয়ে ইতিবাচক কোনও জবাব পায়নি বিধানসভা। এরপর মঙ্গলবার চার বিধায়কের শপথ গ্রহণের সব রকম প্রস্তুতি নিয়ে নেওয়া হয়েছিল। বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় শপথ গ্রহণ করিয়েছেন সদ্য জয়ী চার বিধায়ককে।

বিভিন্ন ক্ষেত্রের চাকরিতে

আগামী পাঁচ বছরে ১ কোটি যুবক-যুবতী ইন্টার্নশিপের সুযোগ পাবেন

বেবি চক্রবর্ত্তী: দিল্লী: নিউজ সারাদিন : তৃতীয় মোদী সরকারের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। গতবারই দেশের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী মোরারজি দেশাইয়ের রেকর্ড ছুঁয়ে ফেলেছিলেন তিনি। এবার সেই রেকর্ড ভাঙার ভাঙলেন, সংসদে সপ্তম বার বাজেট পেশ করে। নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদীর মন্ত্রিসভার তৃতীয় মেয়াদে অর্থমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নিয়ে রেকর্ড গড়লেন জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রী নির্মলা সীতারামন। বিভিন্ন ক্ষেত্রের চাকরিতে আগামী পাঁচ বছরে ১ কোটি যুবক-যুবতী ইন্টার্নশিপের সুযোগ পাবেন। চাকরির সুযোগ থাকছে প্রায় ৫০০ শীর্ষ সংস্থায়। ইন্টার্নশিপ সুবিধা প্রদানকারী সংস্থাগুলি ইন্টার্নদের প্রশিক্ষণের খরচ বহন করবে, জানালেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামণ।মঙ্গলবার তৃতীয় এনডিএ সরকারের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ।লোকসভা নির্বাচনের কারণে চলতি বছর গোড়ায় নিয়মমাফিক পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করা সম্ভব হয়নি। এবারের বাজেটে ৯টি বিষয়ের উপরে জোর দেওয়া হয়েছে । তার মধ্যে রয়েছে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, কৃষি উৎপাদন, কমর্সংস্থান, পরিকাঠামো। বাজেটে নজর দেওয়া হচ্ছে গরিব, যুব, মহিলা ও কৃষকদের উপরে । মঙ্গলবার সংসদে ২০২৪-২৫ সালের বাজেট প্রস্তাব পেশ করার আগে সোমবার নির্মলা আর্থিক সমীক্ষার রিপোর্ট পেশ করেছেন। অর্থমন্ত্রী জানিয়েছেন, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিও নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।কর্মসংস্থানের জন্য প্রধানমন্ত্রীর প্যাকেজে তিনটি প্রকল্প আনা হচ্ছে বলেই ঘোষণা বাজেটে। সেখানে দেওয়া হবে ইনসেনটিভও। ইপিএফও-র ওপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। যাঁরা প্রথম চাকরিজীবীতে যোগ দেবেন তাঁদের জন্য থাকছে বিশেষ সুবিধা। নতুন চাকরিতে যোগ দিলে সব কর্মীকে এক মাসের বেতন দেওয়া হবে। তিনটি ইন্সটলমেন্টে ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত দেওয়া হবে বেতন। বহু চাকরিজীবী এতে উপকৃত হবেন।

১-ম পাতার পর

শুনানি চলাকালীন রীতিমতো উত্তপ্ত পরিবেশ তৈরি হল শীর্ষ আদালতে

বৈঠক নয়, আপনি আদালতে রয়েছেন। এবং আদালতের কিছু নিয়ম রয়েছে।

জানা গিয়েছে, এদিন নিট মামলার শুনানি চলাকালীন সুপ্রিম কোর্টে। সেই সময়ে নিট-ইউজি মামলায় আবেদনকারী পক্ষের আইনজীবী নরেন্দ্র হুডার সওয়ালের মাঝে কথা বলতে শুরু করেছিলেন ম্যাথু নেদুম্পারা। সে সময় প্রধান বিচারপতি তাঁকে থামিয়ে বলেন, "আইনজীবী হুডার পরে আপনি বলার সুযোগ পাবেন।" তাঁকে থামতে বলা হলে, তিনি তো থামেননি বরং বলেন, 'সুপ্রিম কোর্টের সব উকিলদের তুলনায় আমি সবচেয়ে সিনিয়র। ফলে আমি জবাব দিতেই পারি। আমি ন্যায়মিত্র।' পালটা বিচারপতি বলেন, 'আমি এখানে কোনও ন্যায়মিত্র নিযুক্ত করিনি।' এর পর আইনজীবী বলেন, 'আপনি যদি আমাকে অসম্মান করেন তাহলে আমি এখান থেকে চলে যাব।' এর পর ক্ষুব্ধ প্রধান বিচারপতি স্পষ্টভাবে বলেন, 'মিস্টার নেদুম্পারা, আমি আপনাকে শেষবারের জন্য সতর্ক করছি। চিৎকার করে কথা বলবেন না। আমি এই আদালতের প্রধান।' একইসঙ্গে বলেন, 'নিরাপত্তারক্ষী ডেকে এনাকে এখান থেকে সরান।' যদিও পালটা আইনজীবী বলেন, 'আপনাকে এমনটা করতে হবে না। আমি নিজেই চলে যাচ্ছি।' চন্দ্রচূড় বলেন, 'আপনি যেতে পারেন। গত ২৪ বছরে আমি অনেক বিচারপতি দেখেছি। আদালত কোন পথে চলবে সেটা একজন আইনজীবী ঠিক করে দেবে এটা হতে পারে না। এদিকে আদালত কক্ষ থেকে বের হওয়ার সময় আইনজীবী ফের বলেন, 'আমি ১৯৭৯ সাল থেকে এনাকে দেখছি।' পালটা ক্ষুব্ধ প্রধান বিচারপতি বলেন, 'আপনি যা শুরু করেছেন তাতে আমাকে এমন কিছু নির্দেশ দিতে হতে পারে যেটা আপনার জন্য ভালো হবে না।' এমন উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে রীতিমতো শোরগোল পড়ে যায় আদালত কক্ষে।

আগামী ১২ অগস্ট পরবর্তী

নানিতে এসএসসিকে এই নিয়ে জবাব দিতে হবে কলকাতা হাইকোর্টে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : স্কুল সার্ভিস কমিশনে দুর্নীতি নিয়ে মামলা চলছে কলকাতা হাইকোর্টে। এই আবহে 'ভুয়ো' শিক্ষকদের বেতন বাবদ যে পরিমাণ অর্থ খরচ হয়েছে সেইসমস্ত তথ্য রাজ্য সরকারের কাছে চাইল আদলত। পরবর্তী শুনানির আগে রাজ্যকে এই তথ্য জমা দিতে হবে কলকাতা হাইকোর্টে।উল্লেখ্য, এই ভুয়ো শিক্ষক নিয়োগের জন্য

এরপর ৪ পাতায়

এ বছরের কেন্দ্রীয় বাজেটে

ন'টি অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রের কথা ঘোষণা করলেন কেন্দ্রীয় অর্থ ও কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রী শ্রীমতী নির্মলা সীতারমন

নয়াদিল্লি, ২৩ জুলাই ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : আজ সংসদে ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের কেন্দ্রীয় বাজেট পেশকালে কেন্দ্রীয় অর্থ ও কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রী শ্রীমতী নির্মলা সীতারমন বলেন যে বিশ্ব অর্থনীতি যদিও এ পর্যন্ত ভালো ফল দেখিয়েছে, তা সত্ত্বেও নীতিগত অনিশ্চয়তা থেকে তা এখনও মুক্ত নয়। একদিকে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা, অন্যদিকে পর্যুদস্ত পরিবহণ ব্যবস্থা এবং সহায়সম্পদের মূল্যের উর্ধ্বগতি মুদ্রাস্ফীতির হার বৃদ্ধির একটি চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু এই আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতেও ভারতের অর্থনৈতিক অগ্রগতি কিন্তু এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। আগামী বছরগুলিতেও তা নিরন্তর থাকবে বলে আশা প্রকাশ করেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের বাজেট প্রস্তাবের বৈশিষ্ট্যগুলির কথা উল্লেখ করে শ্রীমতী নির্মলা সীতারমন জানান যে এবারের বাজেট প্রস্তাবে ন'টি ক্ষেত্রকে অগ্রাধিকারের আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে। এই ক্ষেত্রগুলি হল -

(১) নিরন্তর ও জলবায়ু সহনশীল কৃষি উৎপাদনশীলতা
(২) দক্ষতা বিকাশ ও কর্মসংস্থান
(৩) অন্তর্ভুক্তিমূলক মানবসম্পদ বিকাশ ও সামাজিক ন্যায়
(৪) নির্মাণ, উৎপাদন ও পরিষেবা
(৫) নগরোন্নয়ন
(৬) জ্বালানি নিরাপত্তা
(৭) পরিকাঠামো
(৮) উদ্ভাবন, গবেষণা ও উন্নয়ন প্রচেষ্টা, এবং
(৯) পরবর্তী প্রজন্মের উপযোগী সংস্কার প্রচেষ্টা

শ্রীমতী সীতারমন আরও জানান, নতুন বাজেট প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রগুলিতে বিশেষ জোর দেওয়ার পাশাপাশি, প্রস্তাবিত কর্মসূচিগুলির দ্রুত বাস্তবায়নের ওপরও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে।

১-ম পাতার পর

বাজেটের পর কী কী সস্তা হতে চলেছে, কিসের দাম বাড়তে চলেছে, রইল পূর্ণাঙ্গ তালিকা

হচ্ছে। সোলার প্যানেল তৈরির জন্য ব্যবহৃত জিনিসপত্রের উপর থেকেও কর তুলে নেবে সরকার। মঙ্গলবার বাজেট ঘোষণার সময়ে সেই প্রস্তাবই দেওয়া হয়েছে।সামুদ্রিক মাছ এবং অন্যান্য সামুদ্রিক খাবারের উপর থেকে কর পাঁচ শতাংশ কমানো হচ্ছে।বাজেটে কিছু জিনিসের দাম বেড়েছে। বৃদ্ধি করা হয়েছে করের পরিমাণ।টেলি যোগাযোগের সরঞ্জামের উপর এত দিন ১০ শতাংশ কর নেওয়া হত। এ বার থেকে ১৫ শতাংশ কর নেওয়া হবে বলে জানান অর্থমন্ত্রী।

প্লাস্টিকের বিভিন্ন জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধি পেতে চলেছে। প্লাস্টিকজাত জিনিসের শুল্ক বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

এ ছাড়া, অ্যামোনিয়াম নাইট্রেটের উপর সাড়ে সাত থেকে ১০ শতাংশ কর বৃদ্ধি করেছে কেন্দ্র। সোনা-রুপোয় কাস্টম ডিউটি ৬ শতাংশ কমল। অন্যান্য ধাতু ও রত্নেও কাস্টম ডিউটি কমানোর ঘোষণা করলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। আগের বারের অন্তর্বর্তী বাজেটের মতোই পরিকাঠামো গত ব্যয় ১১.১ ট্রিলিয়ন টাকা রাখা হয়েছে। এটি মোট জিডিপির ৩.৪%। পরিকাঠামো ব্যয়ের জন্য রাজ্যগুলিকে সুদমুক্ত ঋণের জন্য বরাদ্দ এখন ১.৫ ট্রিলিয়ন টাকা। রাজ্যগুলিকে পরিকাঠামোতে আরও বেশি ব্যয় করতে উৎসাহ দেওয়া হবে।যারা তরুণ বিভাগের অধীনে ঋণ নিয়েছেন এবং সফলভাবে পরিশোধ করেছেন তাঁদের জন্য MUDRA লোনের সীমা বর্তমানের ১০ লক্ষ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২০ লক্ষ টাকা করা হবে। কেন্দ্র সরকার কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের অংশগ্রহণ বাড়ানোর দিকেও মনোনিবেশ করবে। হস্টেল তৈরি করে এবং মহিলাদের-নির্দিষ্ট স্কিল প্রোগ্রাম তৈরি করার জন্য এগিয়ে আসবে।

১-ম পাতার পর

দুর্গাপূজা নিয়ে বৈঠক করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে

চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে সারা রাজ্যের বিভিন্ন পূজা কমিটি বিভিন্ন থিম করে সেই থিমগুলো যাতে কোন মানুষের সমস্যার সৃষ্টি না হয় সেই দিকে খেয়াল রাখতে হবে। কলকাতার নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়াম থেকে সারা রাজ্যের সমস্ত পুজো কমিটিগুলির সঙ্গে ভিডিও কলের মধ্য দিয়ে পূজোর মিটিং করেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন মহালয়ের আগে থেকেই সমস্ত পুজো উদ্বোধন করতে শুরু করে দি এটা আমার ভুল।১৫ই অক্টোবর কলকাতায় কার্নিভাল হবে। একই সঙ্গে রাজ্যের বিভিন্ন জেলা শাসক এবং এসডিওদের বলে দেওয়া হয়েছে প্রতিটি এলাকায় কোন কোন সময় কার্নিভাল হবে তা সিলেক্ট করার কথা।পুজো কমিটি কে কোন টিম তৈরি করছেন সেটা লোকাল থানাকে জানিয়ে রাখবেন।অনুরোধ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। দুর্গাপূজার সময় পদো পিষ্ট হয়ে বা কোন দুর্ঘটনা ঘটে যাতে কোন মানুষের প্রাণ না যায় সেই দিকে সতর্ক রেখে প্রশাসনকে কাজ করার অনুরোধ করেন।

২ পাতার পর

এবারের বাজেট বৈশিষ্ট্য : এক নজরে

নিয়ন্ত্রণ, ভূমিধ্বস মোকাবিলা এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্মসূচি রূপায়ণে কেন্দ্রীয় সহায়তাদানের প্রস্তাব।

* বিষ্ণুপদ মন্দির করিডর, মহাবোধি মন্দির করিডর এবং রাজগিড়ের সুসংবদ্ধ উন্নয়নের প্রস্তাব।

* ওড়িশার বিভিন্ন মন্দির, স্মৃতিস্তম্ভ, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ, কারুশিল্প, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বিকাশ এবং সৈকত উন্নয়নে সহায়তাদানের প্রস্তাব।

অষ্টম অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র :

* প্রাথমিক গবেষণা প্রচেষ্টার জন্য জাতীয় অনুসন্ধান গবেষণা তহবিলকে কাজে লাগানো হবে।

* বাণিজ্যিক পর্যায়ে বেসরকারি ক্ষেত্রে গবেষণা ও উদ্ভাবন প্রচেষ্টার জন্য ১ লক্ষ কোটি টাকার তহবিল।

* আগামী ১০ বছরে মহাকাশ অর্থনীতির প্রসার ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ১ হাজার কোটি টাকার মূলধনী তহবিল গঠনের প্রস্তাব।

নবম অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র :

* দেশের সর্বত্র সকল ধরনের জমির জন্য ইউনিট ল্যান্ড পার্সেল আইডেন্টিফিকেশন নম্বর (আলপিন) অথবা ভূ-আধার চালু করা হবে।

* জমির বর্তমান মালিকানার ভিত্তিতে মানচিত্র রচনার প্রস্তাব।

* জমি রেজিস্ট্রি সংক্রান্ত বিশেষ ব্যবস্থা।

* কৃষকদের নাম নথিভুক্তির বিষয়টিকেও এর সঙ্গে যুক্ত করা হবে।

* জিআইএস-এর সাহায্যে শহরাঞ্চলের জমিজমার রেকর্ড পুরোপুরি ডিজিটাল করে তোলার ব্যবস্থা।

* 'ওয়ান স্টপ' সমাধান প্রচেষ্টা হিসেবে অন্যান্য পোর্টালগুলির সঙ্গে যুক্ত করা হবে ই-শ্রম পোর্টালটিকেও।

* দ্রুত পরিবর্তনশীল শ্রম বাজারের স্বার্থে মুক্ত আর্কিটেকচার ডেটাবেস তৈরির প্রস্তাব। তাতে দক্ষতা বিকাশ সম্পর্কিত চাহিদা এবং কাজের সুযোগের বিষয়গুলিকেও যুক্ত করা হবে।

* চাকুরি পেতে যাঁরা ইচ্ছুক, তাঁদের সঙ্গে সম্ভাব্য কর্মদাতা এবং দক্ষতা বিকাশ সম্পর্কিত সংস্থাগুলির মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ করিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা।

* নাবালকদের জন্য 'এনপিএস বাৎসল্য' চালু করার প্রস্তাব। এর আওতায় পিতা-মাতা এবং অভিভাবকরা তাঁদের সন্তানদের জন্য কিস্তিতে টাকা জমা রাখার সুযোগ পাবেন।

পরোক্ষ কর :

পণ্য ও পরিষেবা কর (জিএসটি) -

* জিএসটি-র সাফল্য অনুসরণে কর কাঠামোকে আরও সরল ও বাস্তবসম্মত করে তোলা হবে। জিএসটি-র আওতার বাইরে রয়েছে, এমন ক্ষেত্রগুলিকেও জিএসটি-র আওতায় নিয়ে আসার জন্য এই বিশেষ প্রস্তাব।

* ক্যান্সার চিকিৎসার তিনটি ওষুধ - Trastuzumab Deruxtecan, Osimertinib এবং Durvalumab-কে পুরোপুরি আমদানি শুল্ক মুক্ত করে তোলার ব্যবস্থা।

* ফেজড ম্যানুফ্যাকচারিং প্রোগ্রাম-এর আওতায় এক্স-রে মেশিনে ব্যবহার্য এক্স-রে টিউব এবং ফ্ল্যাট প্যানেল ডিটেক্টর-এর ক্ষেত্রে আমদানি শুল্ক হারের পরিবর্তন ঘটানো হবে।

* মোবাইল ফোন, মোবাইল প্রিন্টেড সার্কিট বোর্ড অ্যাসেম্বলি (পিসিবিএ) এবং মোবাইল চার্জারের ওপর ধার্য শুল্কের হার কমিয়ে ১৫ শতাংশ করা হয়েছে।

* সোনা ও রুপোর ক্ষেত্রে আমদানি শুল্ক কমিয়ে আনা হবে ৬ শতাংশ। প্ল্যাটিনামের ক্ষেত্রে এই হার কমানো হবে ৬.৪ শতাংশে।

* ফেরো নিকেল এবং ব্লিস্টার কপারের ওপর আমদানি শুল্ক তুলে নেওয়া হবে।

* ফেরাস স্ক্র্যাপ এবং নিকেল ক্যাথোডের ওপর থেকেও আমদানি শুল্ক তুলে নেওয়া হবে।

* তামার স্ক্র্যাপের ওপর ধার্য হবে অপেক্ষাকৃত কম আমদানি শুল্ক। এর হার হবে ২.৫ শতাংশ।

* কয়েকটি শর্ত পূরণ সাপেক্ষে রেজিস্টার উৎপাদনের জন্য ব্যবহার্য অক্সিজেনমুক্ত তামার ওপরও আমদানি শুল্ক পুরোপুরি ছাড় দেওয়া হবে।

* পিভিসি ফ্লেক্স ব্যানারের ওপর ধার্য আমদানি শুল্ক ১০ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে করা হবে ২৫ শতাংশ।

* দূরসঞ্চারের কাজে ব্যবহার্য সাজসরঞ্জামের ক্ষেত্রে আমদানি শুল্কের হার বর্তমানের ১০ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে ১৫ শতাংশ করা হবে।

* সৌর সেল ও প্যানেল উৎপাদনের কাজে মূলধনী মালপত্রকে আমদানি শুল্ক মুক্ত বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

* সামুদ্রিক উৎপাদনে আমদানি শুল্কের হার কমিয়ে ৫ শতাংশ করা হয়েছে।

* মাছের খাদ্যোৎপাদনে ব্যবহৃত উপকরণকেও আমদানি শুল্ক থেকে ছাড় দেওয়া হয়েছে।

প্রত্যক্ষ কর :

* কর ব্যবস্থার সরলীকরণের জন্য প্রয়াস ও প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে। সরকারি উন্নয়ন ও কল্যাণ কর্মসূচি খাতে তহবিল গঠনের জন্য রাজস্বের মাত্রা বৃদ্ধি করা হবে। ২০২৪ সালে দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশি করদাতা সরল কর ব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ করেছেন।

* চ্যারিটি খাতে দুটি কর ছাড়ের ব্যবস্থাকে কমিয়ে একটিতে রূপান্তরিত করা হবে।

* বেশ কিছু অর্থ প্রদানের ক্ষেত্রে ৫ শতাংশ হারে টিডিএস-কে ২ শতাংশ হারে টিডিএস ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করা হবে।

* মিউচুয়াল ফান্ড এবং ইউটিআই-এর প্রকল্পগুলির ইউনিট রিপারচেজের ক্ষেত্রে ২০ শতাংশ হারে টিডিএস ধার্য করার ব্যবস্থা তুলে নেওয়া হল।

* ই-কমার্স অপারেটরদের ক্ষেত্রে টিডিএস হার ১ থেকে ০.১ শতাংশে হ্রাস করা হল।

* কয়েকটি আর্থিক সম্পদের ওপর স্বল্পমেয়াদি লাভ বা লভ্যাংশের ওপর ২০ শতাংশ কর ধার্য করা হবে।

* অন্যদিকে, যে কোন ধরনের আর্থিক বা অন্যান্য সহায়সম্পদের ওপর দীর্ঘমেয়াদি লাভ বা লভ্যাংশের ক্ষেত্রে ১২.৫ শতাংশ হারে কর ধার্য করা হবে।

* কয়েকটি আর্থিক সম্পদের ওপর অর্জিত মূলধনী আয়ের ওপর ছাড়ের মাত্রা বছর প্রতি ১.২৫ লক্ষ টাকা করা হল।

* বিকল্প নতুন কর ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত আয়করের ক্ষেত্রে কয়েকটি পরিবর্তন :

* বেতনভোগী কর্মচারীদের ক্ষেত্রে স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন ৫০ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে করা হয়েছে ৭৫ হাজার টাকা।

* পারিবারিক পেনশনের আওতায় যাঁরা পেনশনের সুবিধা ভোগ করেন, তাঁদের ক্ষেত্রে এই ছাড় ১৫ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে করা হয়েছে ২৫ হাজার টাকা।

* সংশোধিত কর কাঠামো হল :

০-৩ লক্ষ টাকা : শূন্য
৩-৭ লক্ষ টাকা : ৫ শতাংশ
৭-১০ লক্ষ টাকা : ১০ শতাংশ
১০-১২ লক্ষ টাকা : ১৫ শতাংশ
১২-১৫ লক্ষ টাকা : ২০ শতাংশ
১৫ লক্ষ টাকার ঊর্ধ্বে : ৩০ শতাংশ

১-ম পাতার পর

বাজেট ২০২৪-২৫ নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর অভিমত

কোটি মানুষের দরিদ্রাবস্থা থেকে মুক্তিতে নবমধ্যবিত্তের উদ্ভব হয়েছে। তিনি বলেন, এই বাজেট সকলের ক্ষমতায়ন এবং অনন্ত কর্মসংস্থান সম্ভাবনার পথ খুলে দেবে। এই বাজেট শিক্ষা এবং দক্ষতা বিকাশকে নতুন সীমায় উত্তোরণ ঘটাবে। বাজেটে নতুন প্রকল্পগুলি মধ্যবিত্ত, আদিবাসী সম্প্রদায়, দলিত এবং অনগ্রসর শ্রেণীর উন্নয়নের পথকেও প্রশস্ত করবে। তিনি আরও বলেন, এবছরের বাজেট মহিলাদের আর্থিক অংশীদারিত্বকে যেমন সুনিশ্চিত করবে, তার পাশাপাশি ছোট ব্যবসায়ী এবং এমএসএমই ক্ষেত্রের জন্য নতুন পথ খুলে দেবে। প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, নির্মাণ ও পরিকাঠামো ক্ষেত্র এই বাজেটের ফলে নতুন শক্তি পাবে। এর ফলে, বর্তমান ধারাবাহিকতা বজায় রেখে আর্থিক অগ্রগতিতে নতুন শক্তি যোগানো সম্ভব হবে। স্বনির্ভরতা ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে সরকারি দায়বদ্ধতার কথা পুনরায় ব্যক্ত করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, উৎপাদন ভিত্তিক অনুদান প্রকল্প এবং কর্মসংস্থান ভিত্তিক উৎসাহভাতা কোটি কোটি কর্ম সুযোগ তৈরি করবে। এই প্রকল্পের আওতায় কোন তরুণ-তরুণী প্রথমবার কাজে যোগদানে প্রথম বেতনের ব্যয়ভার বহন করবে সরকার। তিনি উচ্চশিক্ষার সংস্থান এবং এক কোটি যুবক-যুবতী শিক্ষানবিশি প্রকল্পের উল্লেখ করেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই প্রকল্পের আওতায় প্রথম সারির কোম্পানিগুলিতে কাজ করে তরুণ শিক্ষানবিশিদের সামনে উজ্জ্বল সম্ভাবনার ক্ষেত্র তৈরি হবে। প্রত্যেক শহর, গ্রাম ও প্রত্যেক গৃহে উদ্যোগপতি তৈরির দায়বদ্ধতার ওপর জোর দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ১০ লক্ষ থেকে ২০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত মুদ্রা ঋণে কোল্যাটারাল মুক্ত ঋণের সীমা বৃদ্ধিতে ছোট ব্যবসায়ী মহিলা, দলিত, অনগ্রসর ও অবহেলিত শ্রেণী উপকৃত হবেন। ভারতকে বিশ্বের নির্মাণ হাব হিসেবে গড়ে তোলার কথা দৃঢ়তার সঙ্গে ব্যক্ত করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সঙ্গে এমএসএমই ক্ষেত্রে যোগসূত্র স্থাপন এবং তা থেকে দরিদ্র সম্প্রদায়ের কর্মসংস্থানের প্রভূত সম্ভাবনা তৈরী হবে। ক্ষুদ্র শিল্পগুলিকে নতুন শক্তি যোগাতে বাজেটে নতুন প্রকল্পের কথা ঘোষণা করা হয়েছে বলে তিনি জানান। এর ফলে, এমএসএমই ক্ষেত্রে ঋণ পাওয়ার সুযোগ বাড়বে। বাজেটের এই ঘোষণা প্রত্যেক জেলায় নির্মাণ এবং রপ্তানির সুযোগ পৌঁছে দেবে বলেও তিনি জানান। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ই-কমার্স, রপ্তানি হাব এবং খাদ্যের গুণাগুণ পরীক্ষার সুযোগ এক জেলা এক পণ্য কর্মসূচিতে নতুন গতি সঞ্চার করবে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ২০২৪-২৫ আর্থিক বছরের কেন্দ্রীয় বাজেট ভারতের স্টার্ট আপ এবং উদ্ভাবনী পরিমণ্ডলের ক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনা তৈরি হবে। তিনি মহাকাশ অর্থনীতির ক্ষেত্র চাঙ্গা করতে এবং এঞ্জেল করের বিলোপসাধনে ১ হাজার কোটি টাকার কর্পাস তহবিলকে কাজে লাগানোর দৃষ্টান্ত তুলে ধরেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, মূলধনী ক্ষেত্রে রেকর্ড সংখ্যক অর্থ ব্যয় অর্থনীতির এক চালিকা শক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। ১২টি শিল্প তালুক, নতুন স্যাটেলাইট শহর এবং ১৪টি বড় শহরের জন্য পরিবহণ পরিকল্পনার নিয়ে উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, দেশের নতুন অর্থনৈতিক হাবের বিকাশ অসংখ্য কর্মসম্ভাবনা সৃষ্টি করবে।

রেকর্ড পরিমান প্রতিরক্ষা রপ্তানির উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এবছরের বাজেটে আত্মনির্ভর প্রতিরক্ষা ক্ষেত্র গড়ে তোলার নানাবিধ সংস্থান রাখা হয়েছে। ভারতকে ঘিরে বিশ্বের আকর্ষণ ক্রমবর্ধমান। ফলত পর্যটন শিল্পে নতুন সম্ভাবনার দিক খুলে যাচ্ছে। এবছরের বাজেটে পর্যটনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়ে তিনি বলেন, পর্যটন শিল্প দরিদ্র এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষদের জন্য অসংখ্য সম্ভাবনা সৃষ্টি করবে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, গত ১০ বছরে দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কর ছাড়কে সরকার সুনিশ্চিত করেছে। এবছরের বাজেটে স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশনের সীমা বৃদ্ধি এবং টিডিএস আইনের সরলিকরণের ফলে আয়করের ভার কমবে। তিনি বলেন, এই সব সংস্কারের ফলে করদাতারা আরও বেশি অর্থ সাশ্রয় করতে পারবেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারতের পূর্বাঞ্চলের সামগ্রিক বিকাশ পূর্বদয় দিশার মাধ্যমে নতুন শক্তি ও গতি প্রাপ্ত হবে। পূর্বাঞ্চল ভারতের মহাসড়ক, জলপ্রকল্প এবং বিদ্যুৎ প্রকল্পের মতো গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামোর উন্নয়ন নতুন শক্তি যোগাবে বলে তিনি জানান। প্রধানমন্ত্রী বলেন, এবছরের বাজেটে বিশেষ ভাবে আলোকপাত করা হয়েছে দেশের কৃষক সম্প্রদায়ের ওপরে। বিশ্বের বৃহত্তম শস্য ভান্ডার প্রকল্পের পর এবার সব্জি উৎপাদন ক্লাস্টারের সূচনা কৃষক এবং মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের বিশেষ সাহায্যে লাগবে। তিনি বলেন, সময়ের দাবি হল ভারত কৃষি ক্ষেত্রে স্বনির্ভর হয়ে উঠুক। ফলে, যেসমস্ত ব্যবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে তাতে কৃষকদের শস্য এবং তৈলবীজের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। দারিদ্র মোচন, দরিদ্রদের সশক্তিকরণে প্রধান প্রকল্পগুলির ওপর আলোকপাত করে বলেন, দরিদ্র এবং জনজাতীয় উন্নত গ্রাম অভিযানে ৩ কোটি গৃহে ৫ কোটি আদিবাসী পরিবারকে স্যাচুরেশন পদ্ধতিতে মৌলিক সুবিধাগুলির সঙ্গে যুক্ত করবে। এছাড়াও গ্রাম সড়ক যোজনা ২৫ হাজার নতুন গ্রামীণ এলাকাকে সমস্ত মরশুমের উপযুক্ত করে গড়ে তোলা সড়কের সঙ্গে যুক্ত করবে। ফলে উপকৃত হবে সমস্ত রাজ্যগুলি। প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেন, আজকের বাজেট নতুন সম্ভাবনা, নতুন শক্তি, নতুন কর্মসংস্থান এবং স্বনির্ভরতার সুযোগ সৃষ্টি করবে। এই বাজেট অধিক বৃদ্ধি এবং উন্নত ভবিষ্যতের ইতিবৃত্ত রচনা করবে। প্রধানমন্ত্রী এই বলে তার বক্তব্য শেষ করেন যে বিশ্বের তৃতীয় অর্থনীতির দেশ হিসেবে ভারতকে গড়ে তুলতে এবং বিকশিত ভারতে শক্ত ভিত্তিভূমি রচনার কাজে এবারের বাজেট অনুঘটকের ভূমিকা পালন করবে।

প্রধানমন্ত্রীর প্যাকেজের আওতায়

কর্মসংস্থানের সঙ্গে যুক্ত উৎসাহভাতা ভিত্তিক ৩টি প্রকল্পের রূপায়ন করবে সরকার

নতুন দিল্লি, ২৩ জুলাই, ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রীর প্যাকেজের আওতায় কর্মসংস্থানের সঙ্গে যুক্ত উৎসাহভাতা ভিত্তিক ৩টি প্রকল্পের রূপায়ন করবে সরকার। সংসদে আজ ২০২৪-২৫ আর্থিক বছরের কেন্দ্রীয় বাজেট প্রস্তাব পেশ করে কেন্দ্রীয় অর্থ ও কোম্পানি বিষয়ক মন্ত্রী শ্রীমতী নির্মলা সীতারমন জানিয়েছেন, এগুলি হল কর্মচারী ভবিষ্যনিধিতে যুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে প্রথমবারের কর্মচারীদের ক্ষেত্রে কর্মচারী ও নিয়োগকর্তাকে সহায়তাদানের সাথে সম্পর্কিত। এই তিনটি প্রকল্প নিম্নলিখিত ভাবে রূপায়িত হবে :

প্রকল্প ১ : প্রথমবারের কর্মচারীদের জন্য কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী বলেছেন, এই প্রকল্পের আওতায় সমস্ত প্রচলিত ক্ষেত্রেই কর্মক্ষেত্রে প্রথম প্রবেশ করা কর্মচারীদের এক মাসের সাম্মানিক ভাতা দেওয়া হবে। কর্মচারী ভবিষ্যনিধিতে নথিভুক্ত প্রথমবারের কর্মচারীদের প্রত্যক্ষ সুবিধা হস্তান্তরের মাধ্যমে এক মাসের সাম্মানিক ভাতা তিনটি ধাপে দেওয়া হবে। এর পরিমাণ হবে ১৫,০০০ টাকা পর্যন্ত। মাসিক এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়কে বৈধতার সীমা হিসেবে এক্ষেত্রে ধরা হবে। এর ফলে, ২ কোটি ১০ লক্ষ তরুণ-তরুণী উপকৃত হবেন বলে তিনি জানিয়েছেন।

প্রকল্প ২ : নির্মাণ ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান সৃষ্টি

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী বলেন, এই প্রকল্পটি নির্মাণ ক্ষেত্রে অতিরিক্ত কর্মসংস্থানে উৎসাহ দিতে প্রথমবারের কর্মচারীদের কর্মসংস্থানের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার উৎসাহদান। এই সাম্মানিক ভাতা নির্দিষ্ট সীমার আয়ের ক্ষেত্রে কর্মচারী এবং নিয়োগকর্তাদেরকে তাদের কর্মচারী ভবিষ্যনিধিতে প্রদেয় অর্থের নিরিখে কর্মক্ষেত্রে যুক্ত হওয়ার প্রথম চার বছরের জন্য দেওয়া হবে। শ্রীমতী নির্মলা সীতারমন জানান, কর্মক্ষেত্রে প্রথম প্রবেশ করা ৩০ লক্ষ কর্মচারী এবং নিয়োগকর্তা এই প্রকল্পের আওতায় উপকৃত হবেন।

প্রকল্প ৩ : নিয়োগকর্তাদের সহায়তা প্রদান

সমস্ত ক্ষেত্রেই অতিরিক্ত কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে নিয়োগকর্তা ভিত্তিক এই প্রকল্প বলে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী জানিয়েছেন। এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত মাসিক আয়ের সমস্ত অতিরিক্ত কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রেই তা গণ্য হিসেবে ধরা হবে। সরকারের পক্ষ থেকে নিয়োগকর্তাদের কর্মচারী ভবিষ্যনিধিতে তাদের প্রতিটি অতিরিক্ত কর্মীর জন্য ২ বছর পর্যন্ত মাসিক ৩ হাজার টাকা করে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। তিনি বলেন, এই প্রকল্পে অতিরিক্ত ৫০ লক্ষ কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান করা সম্ভব হবে।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার
নিউজ সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
৪ বর্ষ ২০১ সংখ্যা ২৪ জুলাই, ২০২৪ বুধবার ০৮ শ্রাবণ, ১৪৩১

২ পাতার পর

আগামী ১২ অগস্ট পরবর্তী শুনানিতে এসএসসিকে এই নিয়ে জবাব দিতে হবে কলকাতা হাইকোর্টে

এসএসসি পশ্চিমাঞ্চলের চেয়ারম্যানকে গ্রেফতার করেছিল সিআইডি। তিনি এখন রয়েছেন হেফাজতে। তবে তাঁর বিরুদ্ধে কোন বিচারবিভাগীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। এই নিয়ে মঙ্গলবার বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু বলেন, ' আদালত বলার পর কেন তাঁর বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। জেল থেকে মুক্তি পেলে ওনাকে কী আপনারা এসএসসির চেয়ারম্যান করতে চাইছেন?' আগামী ১২ অগস্ট পরবর্তী শুনানিতে এসএসসিকে এই নিয়ে জবাব দিতে হবে কলকাতা হাইকোর্টে। সম্প্রতি দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছিল মুর্শিদাবাদের সুতির গোথা এ রহমান হাই স্কুলে শিক্ষক নিয়োগে।আর তা নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে দায়ের হয়েছিল মামলা। আর তখনই সামনে আসে বেশ কয়েকজন ভুয়ো শিক্ষক। আর অভিযোগ উঠেছিল তারা ভুয়ো নথির ভিত্তিতে স্কুলে চাকরি পেয়েছেন। এরপর কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর বেঞ্চে দায়ের হয় মামলা। আর সেই সময় বিচারপতির নির্দেশে এই ঘটনা নিয়ে সিআইডি তদন্ত শুরু করে। সেই তদন্ত চলাকালীন সময় সামনে আসে পাঁচ জন ভুয়ো শিক্ষকের নাম। হাইকোর্ট নির্দেশ দিয়েছিল,' ওই ভুয়ো শিক্ষকদের বেতন রাজ্যের কোষাগার থেকে দেওয়া হয়েছে। সেইজন্য রাজ্যসরকারের কাছে সেই টাকা শিক্ষকদেরর ফেরত পাঠাতে হবে।'

সম্পাদকীয়

জাতীয় শিল্প করিডর উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় ১২টি বিনিয়োগ বান্ধব 'প্ল্যাগ অ্যান্ড প্লে' শিল্প পার্ক গড়ে তোলা হবে : কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৪-২৫

রাজ্য সরকার, বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে যৌথ সহযোগিতার ভিত্তিতে আমাদের সরকার শহর পরিকল্পনা কর্মসূচির আরও বেশি করে সদ্ব্যবহারের লক্ষ্যে ১০০টি শহরের মধ্যে বা সন্নিকটে পূর্ণ পরিকাঠামো সহ বিনিয়োগ বান্ধব 'প্ল্যাগ অ্যান্ড প্লে' শিল্প পার্ক গড়ে তোলার কাজকে প্রশস্ত করবে। ২০২৪-২৫ কেন্দ্রীয় বাজেটে অর্থ ও কোম্পানি বিষয়ক মন্ত্রী শ্রীমতী নির্মলা সীতারমন এই প্রস্তাব করে বলেন, নির্মাণ এবং পরিষেবার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারের লক্ষ্যে এই কাজ করা হবে। বাজেটে বলা হয়েছে, জাতীয় শিল্প করিডর উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় ১২টি শিল্প পার্ক সৃষ্টির প্রস্তাব মঞ্জুর করা হবে। ক্রিটিক্যাল আকরিক মিশন

নির্মাণ ও পরিষেবা ক্ষেত্রকে আরও বেশি করে অগ্রাধিকার দিতে কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৪-২৫-এ অভ্যন্তরীণ উৎপাদন, ক্রিটিক্যাল আকরিকের পুনর্ব্যবহার এবং বিদেশে ক্রিটিক্যাল আকরিক সম্পদের অধিগ্রহণের লক্ষ্যে একটি ক্রিটিক্যাল আকরিক মিশন গড়ে তোলার প্রস্তাব করা হয়েছে। এতে প্রযুক্তি উন্নয়ন, দক্ষ শ্রমগোষ্ঠী এবং বর্ধিত উৎপাদক দায়ভারমূলক পরিকাঠামোকে উপযুক্ত আর্থিক পরিচালন ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করা হবে। সমুদ্র সন্নিকটবর্তী আকরিক খননের প্রতি নজর দিয়ে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী খনন এবং যে সমস্ত জায়গায় খনিজ অনুসন্ধানে নির্মাণ কাজ হয়েছে তার অফ শোর ব্লকের প্রথম ট্রান্সের নিলামের প্রস্তাব করেছেন।

শ্রম সংস্কার সমূহ

কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৪-২৫-এ কর্মনিযুক্তি এবং দক্ষতা বিকাশের স্বার্থে শ্রমিক সম্প্রদায়ের জন্য একগুচ্ছ পরিষেবা প্রদানের প্রস্তাব করা হয়েছে। ই-শ্রম পোর্টাল-এর সঙ্গে অন্যান্য পোর্টালগুলির সংযুক্তি ঘটিয়ে এক জায়গায় সমস্ত সুবিধা পাওয়ার পরিষেবা গড়ে তুলতে এক সর্বাত্মক সুসংহত কর্মসূচি গড়ে তোলারও প্রস্তাব করেছেন অর্থমন্ত্রী। একটি উন্মুক্ত আর্কিটেকচার ডেটাবেসের মাধ্যমে দ্রুত পরিবর্তনশীল শ্রম বাজার, দক্ষতার ভিত্তিতে কাজের সুযোগের দিকে তাকিয়ে যোগ্য নিয়োগকারীর সঙ্গে কর্মপ্রার্থীর সংযোগ গড়ে তোলা এবং দক্ষতা প্রদানের ক্ষেত্রকে এই পরিষেবাকে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৪-২৫-এ পরবর্তী প্রজন্মের সংস্কারের প্রতি আলোকপাত করে শ্রম সুবিধা এবং শ্রমদান পোর্টালকে ঢেলে সাজানোর প্রস্তাব করা হয়েছে, যাতে করে তা শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে দায়বদ্ধতা পূরণের ক্ষেত্রে অনেক বেশি পরিপূরক হয়ে ওঠে এবং বিকশিত ভারতের লক্ষ্য অর্জনের যাত্রাপথে শক্তি প্রদানে সক্ষম হয়ে উঠতে পারে।

আজকের দিনেও মানুষ সেবায় শ্রেষ্ঠতা তিনি মাদার টেরিজা

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(শেষ পর্ব)

নিজের আপ্রাণ চেষ্টায় প্রথমে স্থানীয় সরকারকে বুঝিয়ে তিনি একটা জীর্ণ বাড়ির ব্যবস্থা করেন। আর তারপর তিনি চালু করেন খোলা আকাশের নিচে মৌলিক শিক্ষা প্রদানের জন্য এক বিনামূল্যের বিদ্যালয়। মিশনারি স্কুলের মাত্র কয়েকজন সিস্টার নিয়ে তাঁর গড়ে তোলা সেবামূলক এই পরিবারের সদস্য সংখ্যা এখন ৪,৫০০ ছাড়িয়ে গেছে। ১৯৫০ সালের ৫ই অক্টোবর কর্তৃপক্ষের কাছে থেকে স্বীকৃতি পেয়ে এটি 'মিশনারিজ অব চ্যারিটি' নামে পথ চলা শুরু করে। ১৯৬৫ সালে পোপ ষষ্ঠ পলের কাছ থেকে স্বীকৃতি পেয়ে এটি একটি আন্তর্জাতিক সেবামূলক ধর্মীয় পরিবার হয়ে ওঠে। ধীরে ধীরে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল আর সমগ্র পৃথিবী থেকে মাদার তেরেসার এই প্রতিষ্ঠানটি অর্থ সাহায্য পেতে থাকে আর তার সাথে বাড়তে থাকে তাদের কর্মের পরিধি। ১৯৫০ থেকে ১৯৬০ সালের মধ্যে মাদার তেরেসা গড়ে তোলেন কুষ্ঠরোগীদের জন্য একটি আশ্রম, একটি অনাথ আশ্রম, একটি নার্সিং হোম, একটি মা ও শিশু ক্লিনিক এবং অল্প সংখ্যক লোক নিয়ে গঠিত একটি ভ্রাম্যমান ক্লিনিক। অবহেলিতদের জন্য জীবনের প্রতিটি বছর এক এক করে উৎসর্গ করতে থাকেন মহৎপ্রাণ এই মানুষটি। এরই মধ্যে ১৯৬৩ সালে মানবসেবায় জীবন উৎসর্গ করা ছেলেদের নিয়ে মিশনারিজ অফ চ্যারিটি বাদার্স' প্রতিষ্ঠিত হয়। তাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল দুস্থ মানুষদের শারীরিক ও আত্মিক চাহিদা যথাসম্ভব পূরণের চেষ্টা করা। ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠানটির আরো অনেকগুলো সহযোগী সংগঠন গড়ে ওঠে।সেইন্ট তেরেসা কখনোই জাত-ধর্ম-বর্ণের সীমানায় নিজেকে আবদ্ধ রাখেননি। তিনি সবসময় ঘোষণা করে গেছেন যে প্রকৃত ঈশ্বরপ্রীতি রয়েছে সকল মানুষের প্রতি ভালোবাসায়। যেন তাঁর সারাটা জীবন ছিল পৃথিবীর অবহেলিত আর অনাকাঙ্ক্ষিত মানুষগুলোর ভালবাসার অধিকার প্রতিষ্ঠার এক আপ্রাণ প্রচেষ্টা। তিনি বারবার বলে গেছেন- "রুটির ক্ষুধা মেটানোর চেয়ে অনেক বেশি কঠিন স্নেহের ক্ষুধা মেটানো"। তাঁর এই গভীর জীবনবোধের জন্যই হয়তো তিনি তাঁর সেবা ও স্নেহ কোন সীমানা দ্বারা আবদ্ধ রাখেননি।তাই তিনি অর্জন করেছিলেন:তিনি অসুস্থ ও মুমূর্ষদের চিকিৎসা, বাস্তুহীনদের আবাসন প্রদান এবং এতিম শিশুদের লালন পালন সহ মানবিক সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রাখায় ১৯৭৯ সালে মাদার তেরেসাকে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হয়। এছাড়াও তার পরের বছর অর্থাৎ ১৯৮০ সনে ভারতের সর্বোচ্চ সম্মানীয় পুরস্কার 'ভারতরত্ন' অর্জন করেন মাদার তেরেসা। এছাড়াও মাদার তেরেসা যথাক্রমে ১৯৮৫ সালে প্রেসিডেনশিয়াল মেডেল অব ফ্রিডম এবং ১৯৭৮ সনে বালজান পুরস্কারে ভূষিত হন।মৃত্যু:১৯৮৩ সনে পোপ জন পল ২ এর সাথে দেখা করতে রোম যাবার পথে মাদার তেরেসা প্রথম বারের মত হার্ট এ্যাটাক করেন। তার ছয় বছর পর ১৯৮৯ সালে তিনি দ্বিতীয়বারের মত হার্ট এ্যাটাকের শিকার হোন। তখন তাঁর শরীরে কৃত্রিম ভাবে পেসমেকার স্থাপন করানো হয়। তারও দুই বছর পর ১৯৯১ সালে মেক্সিকোতে থাকার সময় নিউমোনিয়া হওয়ায় তার হৃদরোগের অবস্থার আরো অবনতি ঘটে। এমতাবস্থায় তিনি তার নিজস্ব দাতব্য সংস্থা মিশনারিজ অব চ্যারিটির প্রধান পদ থেকে সরে দাঁড়ান। কিন্তু সিস্টারদের অনুরোধের চাপে তিনি দায়িত্বে পূনর্বহাল থাকতে রাজি হন। রোগ যেন তার পিছু ছাড়ছিলোই না। ১৯৯৬ সালের আগষ্টের দিকে তিনি ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হন। এতে তার বামপাশের হৃৎপিন্ডের নিলয় রক্ত পরিবহনে অক্ষম হয়ে পড়ে। ১৯৯৭ সালের ১৩ই মার্চ তিনি পুরোপুরিভাবে মিশনারিজ অব চ্যারিটির থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেন। সে বছরই ৫ই সেপ্টেম্বর মাদার তেরেসা মৃত্যু বরন করেন।

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সুন্দরবনবাসির রক্ষাকর্তা বনের মা বনবিবি দেবী

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

সুন্দরবন বেশির ভাগ জল আর এক ভাগ স্থল নিয়েই সুন্দরবন।

আজ যেখানে সুন্দরবন, অনেকের মতে, একসময় সেখানে বন ছিল না। ছিল জনবসতি। সুন্দরবনের মাটি খুঁড়ে শান বাঁধানো পুকুরঘাট ও বাড়ির ধ্বংসাবশেষ অবিষ্কৃত হয়েছে। যা থেকে প্রমাণ হয়, ওই অঞ্চলে এক সময় জনবসতি ছিল। মেজর জেমস রেনল, যিনি প্রথম জরিপ করে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির মানচিত্র আঁকেন (১৭৬৪-৭৬ খ্রি:), তিনি বলেছেন, তিনি বয়স্ক লোকদের মুখে শুনেছেন, একসময় সুন্দরবন ছিল না। ক্রমশঃ

বাংলাকে বঞ্চন কেন? প্রশ্ন মুখ্যমন্ত্রীর

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বাংলাকে বঞ্চনা করা হয়েছে। এই অভিযোগ তুলে সরব হয়েছেন তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও একই অভিযোগ তুললেন। তাঁর কথায়, 'এই বাজেট পক্ষপাতদুষ্ট। জনগণের বাজেট নয়। একটা দল নিজেদের খুশি করতে এই বাজেট করেছে।' বাংলাকে বঞ্চন কেন? প্রশ্ন মুখ্যমন্ত্রীর।প্রসঙ্গত, এ দিন বাজেট পেশের সময় কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন বিহার-অসমের বন্যা আটকাতে আর্থিক সাহায্য ঘোষণা করেন। অর্থমন্ত্রী বলেন,"বিহারে বারবার বন্যা হয়। বন্যা নিয়ন্ত্রণে বিশেষ প্রকল্পে বরাদ্দ করা হবে ১১,৫০০ কোটি টাকা। অসমেও ফ্লাড ম্যানেজমেন্টের জন্য দেওয়া হবে অর্থ সাহায্য। হিমাচল প্রদেশ ও হিমাচল প্রদেশে যে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ক্ষতি হয়েছে, সেই ক্ষতিপূরণেও সাহায্য করবে সরকার।" তবে এই আর্থিক ঘোষণায় কেন বাংলায় নাম নেই তা নিয়েই কার্যত ক্ষুব্ধ মমতা। বস্তুত, বর্ষা এলেই বাংলার একাধিক জায়গায় তৈরি হয় বন্যা পরিস্থিতি। তা সে উত্তরবঙ্গ হোক বা দক্ষিণবঙ্গ। উত্তরে তিস্তা-তোর্সা-জলঢাকা-রায়ডাকের মতো পাহড়ি নদীগুলি বর্ষার জলে পুষ্ট হয়ে ভাসিয়ে নেয় গ্রামের পর গ্রাম। বিধ্বস্ত হয় জলপাইগুড়ি, কোচবিহারের মতো জেলা। আবার দক্ষিণবঙ্গেও একই পরিস্থিতি। যে কোনও প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘূর্ণিঝড় থেকে শুরু করে বর্ষার বৃষ্টি প্লাবিত করে সুন্দরবন, পশ্চিম মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ সহ একাধিক জেলার বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চল। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, বাংলার প্রতিবেশী রাজ্য বিহার ও অসমকে ফ্লাড ম্যানেজমেন্টের টাকা দেওয়ার কথা ঘোষণা করলেও একই পরিস্থিতি এ রাজ্যেও হয়। তাহলে কেন্দ্রের আর্থিক সুবিধা থেকে কেন বঞ্চিত হল এ রাজ্য? প্রশ্ন করেছেন মমতা।"ভোটের বাক্সে দেখা হবে। বাংলা একাই একশো।" কেন্দ্রীয় বাজেট নিয়ে এই কথাই বললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এ দিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "এই বাজেট জনগণের নয়। গরিব মানুষের জন্য নয়। একমাত্র একটা পার্টি নিজেকে খুশি করার জন্য, শুধু তাঁদের স্বার্থে বাজেট করেছে। এটা রাজনৈতিক পক্ষপাতদুষ্ট বাজেট।" ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রীকে বলতে শোনা যায়, "বাংলার আশপাশের সব রাজ্যগুলোকে ফ্লাড ম্যানেজমেন্টের টাকা দিল। একমাত্র রাজ্য বাংলা কী অপরাধ করল? যে তাকে একা করে দিলে? এই সরকার বাংলাকে বঞ্চিত করার চেষ্টা করলেও কিন্তু ভোটের ময়দানে দেখা হবে। বাংলা একা নয়, একাই একশো।"

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

সিনেমার খবর

cinema TV

ভক্তদের চমকে দিলেন অমিতাভ বচ্চন

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : বলিউড শাহেনশাহখ্যাত কিংবদন্তি অভিনেতা অমিতাভ বচ্চন প্রতি রোববার তার ভক্তদের সঙ্গে নিজের বাংলো জলসার বাইরে এসে দেখা করেন। সবাইকে শুভেচ্ছা জানান, কিছু সুন্দর মুহূর্ত দিয়ে সবাইকে অবাকও করে দেন। একটি পাপারাৎজি প্রোফাইল থেকে শেয়ার করা ভিডিওতে, অমিতাভ বচ্চনকে ভক্তদের জনসমুদ্রে কিছু জিনিস ছুড়তে দেখা যায়। যারা মেগাস্টারকে একঝলক দেখতে জলসার বাইরে জড়ো হয়েছিল তাদের হাতে গিয়ে পড়ে। অমিতাভ বচ্চন, একটি কালো কুর্তা এবং পাজামা পরে লাল জ্যাকেট পড়েছিলেন। ভিড়ের মধ্যে তার একগাল হাসি মন ভরেছে সকলের। ভিডিওটি দ্রুত সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে যায়।

এদিকে, অমিতাভ বচ্চন সম্প্রতি তার সোশ্যাল মিডিয়ায় সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত 'কল্কি' ছবিটির সাফল্যের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। তিনি এক্স-এ লিখেছেন, 'কল্কির সাফল্য চারিদিকে ধ্বনিত হচ্ছে। আমাদের প্রতি করুণার জন্য কৃতজ্ঞতা।' তিনি পোস্টটি শেয়ার করার সঙ্গে সঙ্গে ভক্তেরা নানা মন্তব্য করেছেন। একজন লিখেছেন, 'স্যার আপনার মতো আর কেউ নেই।' কেউবা লিখেছেন, 'অশ্বত্থামাকে আপনার চেয়ে ভালোভাবে আর কেউ তুলে ধরতে পারেনি। অশ্বত্থামা চরিত্রে অমিতাভ বচ্চনের অভিনয় বেশ প্রশংসা কুড়িয়েছে।

সম্প্রতি, মেকআপ শিল্পী প্রীতিশীল সিংও সোশ্যাল মিডিয়ায় অমিতাভ বচ্চনের বিটিএস ছবি শেয়ার করেছেন। ভক্তেরা অভিনেতার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তার ইনস্টাগ্রামে, প্রীতিশীল সিং ছবির একটি সিরিজ শেয়ার করেছেন। অমিতাভ বচ্চনকে তার মেকআপ করাতে এবং মরুভূমির পোশাক পরিধান করতে দেখা যায়। প্রস্থেটিক্স ব্যবহার করে তার লুক ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। তিনি পোস্টটির ক্যাপশনে লিখেছেন, 'দেখুন অমিতাভ বচ্চন স্যারের রূপান্তর অশ্বত্থামায়। একজন কিংবদন্তি অভিনেতার জীবিত হয়ে আসা একটি কালজয়ী মুহূর্ত।'

কল্কি ২৮৯৮ এডি চলতি সপ্তাহান্তে প্রচুর আয় করবে বলে আশা করা হচ্ছে। তেলেগু ইন্ডাস্ট্রিতে সিনেমাটির কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা না থাকায় এবং হিন্দিতে শুধুমাত্র করণ জোহর-গুনীত মঙ্গার কিল-এর মুখোমুখি হওয়ার কারণে, এই সপ্তাহান্তেও ছবিটি দর্শকদের আকর্ষিত করবে। নাগ অশ্বিনের চলচ্চিত্রটি মহাভারত থেকে ব্যাপকভাবে অনুপ্রাণিত। কল্কি ২৮৯৮ এডি ভবিষ্যতের এক অদ্ভুত চিত্রপটে সেট করা হয়েছে। এবং সুমাথি (দীপিকা পাড়ুকোন) নামে একজন গর্ভবতী মহিলা, যিনি একজন সন্তানের জন্ম দিচ্ছেন যা বিষ্ণুর দশম অবতার। অমর অশ্বত্থামা অমিতাভ বচ্চন অভিনয় করেছেন। যাকে অনাগত সন্তানের সুরক্ষার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ভৈরব প্রভাস একজন দানশীল শিকারী, যিনি অর্থের বিনিময়ে সবকিছু বিক্রি করতেন।

'কল্কি'র আয়ের রেকর্ড

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : ২০ দিনেই আয়ের নতুন রেকর্ড গড়েছে 'কল্কি ২৮৯৮ এডি'। নাগ অশ্বিনের সিনেমাটি গত ২৭ জুন প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পায়। সূত্রগুলোর মতে, ২০ দিনে সিনেমাটি ভারত থেকে ৫৮৯ কোটি রুপি আয় করেছে। 'কল্কি ২৮৯৮ এডি' ছবিটি ভারতীয় বক্স অফিসে ৯৫ কোটি রুপি আয় করেছে প্রথম দিন। এর মধ্যে ৬৪ কোটি ৫০ লাখ রুপি আয় করেছে কেবল তেলেগু সংস্করণ থেকেই। হিন্দি সংস্করণে ছবিটি ২৪ কোটি রুপি আয় করেছে।

মুক্তির প্রথম সপ্তাহে ছবিটি ৪১৪ কোটি ৮৫ লাখ রুপি আয় করেছে। 'কল্কি ২৮৯৮ এডি' ছবিটি পরিচালনা করেছেন নাগ অশ্বিন। ছবিতে অভিনয় করেছেন প্রভাস, দীপিকা পাড়ুকোন, অমিতাভ বচ্চন, কমল হাসান, দিশা পাটানি প্রমুখ। ছবিতে ম্রুণাল ঠাকুর, দুলকার সালমান, বিজয় দেবেরাকোন্ডা, এস এস রাজামৌলি ও রাম গোপাল ভার্মাকে অতিথি চরিত্রে দেখা গিয়েছে।

হাসপাতাল থেকে যা জানালেন হিনা খান

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ক্যানসারের সাথে লড়ছেন অভিনেত্রী হিনা খান। তিনি এখন স্তন ক্যানসারের তৃতীয় পর্যায়ে আছেন। মুম্বাইয়ের কোকিলাবেন হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে তার। ইতোমধ্যে প্রথম কেমোথেরাপি নিয়েছেন হিনা। সেই ছবি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও শেয়ার করেছেন। প্রথম কেমো নেওয়ার পরও কাজে ফিরেছিলেন হিনা। তবে আবারও তাকে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছে। সেখান থেকেই যন্ত্রণার কথা জানালেন অভিনেত্রী।

হিনা তার পোস্টে লিখেছিলেন, 'আমার ছবিতে কী দেখতে পাচ্ছেন? শরীরের ক্ষত, নাকি আমার দুই চোখ ভরে থাকা আশা? এই ক্ষত আমার। আমি যে সুস্থতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি, এই ক্ষতই তা বলে দিচ্ছে। তাই এই ক্ষতচিহ্নকে নিজের শরীরে ধারণ করছি সাদরে।'

তবে প্রতিটি মুহূর্তে যন্ত্রণা সহ্য করতে হচ্ছে হিনাকে। সামাজিক মাধ্যমে তিনি লিখেছেন, 'খুব কষ্ট সহ্য করতে হচ্ছে। প্রতিটি সেকেন্ড যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। তবু আমি বলছি, ভালো আছি।'

বচ্চন পরিবারকে এড়িয়ে চলছেন ঐশ্বরিয়া

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : গত বছরের শেষের দিক থেকেই বলিউডের শাহেনশাহ বলে খ্যাত অমিতাভ বচ্চনের পরিবার থেকে চলে যান পুত্রবধূ ঐশ্বরিয়া রাই বচ্চন। তবে বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে বচ্চন পরিবারের কারো সঙ্গে দেখা না করলেও স্বামী অভিষেক বচ্চনের সঙ্গে দেখা করেন স্বাবেক এই বিশ্ব সুন্দরী। তবে এবার পুরোপুরি ভিন্নভাবে দেখা গেল বলিউডের এই সিনিয়র অভিনেত্রীকে। যা দেখে বোঝার বাকি নেই, বচ্চন পরিবারকে এড়িয়ে যাচ্ছেন রাই সুন্দরী।

ভারতীয় ধনকুবের মুকেশ আম্বানির কনিষ্ঠ পুত্র অনন্ত আম্বানির সঙ্গে সাতপাকে বাঁধা পড়লেন বীরেন মার্চেন্টের কন্যা রাধিকা মার্চেন্ট। প্রাক-বিবাহ অনুষ্ঠান থেকে বিয়ে, কয়েক মাস ধরে আলোচনায় আম্বানি পরিবার। বিশ্বের বড় বড় তারকা থেকে রাজনীতিবিধ, ব্যবসায়ী-আম্বানির ডাকে এক হয়েছিলেন সবাই। শুক্রবার বিয়ের অনুষ্ঠানে বসেছিল তারার হাট। এদিন বিয়ের আসরে সপরিবারে আসেন অমিতাভ বচ্চন। কিন্তু পরিবারের বাকিরা একসঙ্গে থাকলেও, পুরো আয়োজনে তাদের সঙ্গে দেখা যায়নি ঐশ্বরিয়া ও আরাধ্যকে।

ছেলে অভিষেক বচ্চন, মেয়ে শ্বেতা বচ্চন নন্দা, নাতনি নব্য নভেলি নন্দাসহ পুরো পরিবার নিয়ে জয়া বচ্চন ও অমিতাভ বচ্চন হাজির হন রাধিকা-অনন্তর বিয়ের রেড কার্পেটে। ছেলে অভিষেক আর নাতনি নব্য নভেলি নন্দার সঙ্গে রং মিলিয়ে পোশাক পরেছিলেন বাবা অমিতাভ। সবাই সেজে ছিলেন সোনালি রঙের পোশাকে। মেয়ে শ্বেতাও গোলাপি ও সোনালি রঙের লেহেঙ্গায় সেজে উঠেছিলেন। অন্যদিকে জয়ার পরনে ছিল সোনালি জরির কাজ করা লালুকালো শাড়ি।

পুরো পরিবারকে একসঙ্গে দেখা থাকলেও এদিন অনুষ্ঠানে আলাদা করে মেয়ের হাত ধরেই এসে হাজির হন ঐশ্বরিয়া। পাপারাজ্জির সঙ্গে মেয়েকে নিয়ে পোজও দিয়েছেন অভিনেত্রী। পুরো অনুষ্ঠানে বচ্চন পরিবারের সঙ্গে দূরত্ব বজায় রেখেই চলেন তিনি। স্যুট ছিল ঐশ্বরিয়ার পরনে। চুল খোলা রেখে মাথায় পরেছিলেন টিকলি, সঙ্গে বেছে নিয়েছিলেন মানানসই গয়না ও লাল ভেলভেটের হ্যান্ডব্যাগ। বেশ জমকালো সাজে ধরা দিয়েছিলেন তিনি। অন্যদিকে মেয়ে আরাধ্য পরেছিল আকাশি রঙের সালোয়ার স্যুট। তাদের আলাদা করে আসা বচ্চন পরিবারে ভাঙনের গুঞ্জনকে আরও যেন উসকে দিল।

উর্বশীর ২৩ সেকেন্ডের ভিডিও ভাইরাল

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : দিন কয়েক আগে সিনেমার সেটেই ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনার শিকার হয়েছেন বলিউড অভিনেত্রী উর্বশী রাউতেলা। হায়দরাবাদে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয় তাকে। শোনা যায়, হাড় ভেঙেছে অভিনেত্রীর। এর মাঝেই উর্বশীর এক ভিডিও ভাইরাল হয়েছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। এই ভিডিওটি ঠিক কীভাবে ছড়িয়ে পড়ল, নেটপাড়ায় তা নিয়ে জল্পনা নেটাগরিকদের।

সম্প্রতি উর্বশীর ২৩ সেকেন্ডের একটি ভিডিও প্রকাশ্যে এসেছে। সেখানেই দেখা যাচ্ছে গোসলখানায় ঢুকলেন উর্বশী। পরনে তার সালোয়ার কামিজ। গোসলখানার দরজা বন্ধ করেই পোশাক বদলাতে শুরু করেন তিনি। সেখানেই বন্ধ হয়ে যায় ভিডিও। কিন্তু এমন এক ব্যক্তিগত মুহূর্তের ভিডিও কীভাবে প্রকাশ্যে এল, তা নিয়ে সন্দিহান অনেকেই। যদিও সম্প্রাতিক সময়ে একাধিক নায়িকার ডিপফেক ভিডিও ছড়িয়েছে নেটমহলে। সেই নিয়ে তাদের কেউ কেউ কড়া পদক্ষেপও করেছেন। উর্বশীর এই ভিডিও দেখে অনেকে ডিপফেকের সম্ভাবনা যেমন দেখতে পেয়েছেন, আবার তেমনই নেটপাড়ার একাংশের দাবি, পুরোটাই নাকি আসন্ন ছবির প্রচারের জন্য করা। কিন্তু কোনটা সত্যি, সে প্রসঙ্গে এখনো কোনো মন্তব্য করেননি উর্বশী।

নিজের ফ্যাশন স্টেটমেনট এবং বিলাসবহুল জীবনযাত্রার কারণে বরাবরই চর্চায় থাকেন উর্বশী। ছবি বক্স অফিসে হিট না করলেও তার প্রভাব পড়তে দেখা যায়নি অভিনেত্রীর জীবনযাত্রায়। তাছাড়া, ক্রিকেটার ঋষভ পন্থের সঙ্গে সম্পর্কের কারণে একটা সময় চর্চায় ছিলেন তিনি। এবার উর্বশীর এই ভিডিও প্রকাশ্যে।

দ্রুতই মাঠে ফিরতে পারব : মেসি

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : চোট পেয়ে শুরুতেই দমে যাননি। চিকিৎসকদের শুশ্রূষা নিয়ে ফেরেন মাঠে। অল্পতে হার মানার মানুষ তো নন লিওনেল মেসি! খেলে যেতে থাকেন নিজের এবং আর্জেন্টাইনদের স্বপ্ন পূরণের অভীষ্ট লক্ষ্যে। কিন্তু দুর্ভাগ্য! আর্জেন্টাইন ফুটবল জাদুকর শেষ পর্যন্ত টিকে থাকতে পারেননি মাঠের লড়াইয়ে।

ঝুঁকি নিয়ে খেলতে গিয়ে পা পিছলে মাঠে পড়ে যান। তাতে গোড়ালি যায় ফুলে। মাঠ ছেড়ে ডাগআউটে বসেই অঝোরে কাঁদতে থাকেন আর্জেন্টিনার এ প্রাণভোমরা। ইনজুরির জন্য গোড়ালির ব্যথা তো ছিলই। তার চেয়ে বড় ব্যথটা ছিল মেসির মনে। প্রিয় জন্মভূমিকে আরও একটি কোপা আমেরিকার শিরোপা উপহার দিয়েই মাঠ ছাড়তে চেয়েছিলেন। কিন্তু ফাইনাল শেষের আগেই দর্শক বনে যেতে হয় তাকে।

কলম্বিয়ার কাছে শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচে তার দল হারবে না তো? অজানা এক আশঙ্কাই যেন পেয়ে বসেছিল মেসিকে। যে কারণে তার কান্নাটা ছিল বেশি। তার সেই কান্না চোখ ভিজিয়ে দিয়েছে অনেক ভক্ত-সমর্থকেরও। ফাইনাল শেষেও মায়ামির হার্ড রক স্টেডিয়ামে মেসি ফের কেঁদেছেন। তবে এবার তার চোখে ছিল আনন্দাশ্রু। কেননা অতিরিক্ত সময়ে লাউতারো মার্টিনেজের গোলে কলম্বিয়াকে ১-০ গোলে হারিয়ে কোপা আমেরিকায় আবারও চ্যাম্পিয়ন হয়েছে আর্জেন্টিনা।

চোট নিয়েই শিরোপা জয়ের উৎসবে শামিল হন মেসি। তার দল যখন চ্যাম্পিয়ন, তখন বসে থাকেন কী করে! সতীর্থ ও পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে উদযাপন করতে গিয়ে যেন ভেসে গিয়েছিলেন বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাসের তোড়ে। ম্যাচ শেষে গণমাধ্যমে কিছু না বললেও ফুটবল অনুরাগীদের একেবারে হতাশ করেননি। নিজের চোট, আবেগ, শিরোপা জয়সহ আরও অনেক বিষয় নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট দিয়েছেন আর্জেন্টিনার অধিনায়ক।

ইনস্টাগ্রামে একটি স্ট্যাটাস দেননি। গুনে গুনে পরপর তিনটি পোস্ট দিয়েছেন মেসি। প্রথম পোস্টে দুই হাতে কোপার দুই ট্রফি নিয়ে তোলা হাস্যোজ্জ্বল ছবি দিয়ে লেখেন, 'আরও একটি...।' দ্বিতীয় পোস্টে স্ত্রী ও তিন তনয়ের সঙ্গে শিরোপা উদযাপনের ছবি দিয়ে লেখেন, 'পরিবার।' পরে ভালোবাসার একটি ইমোজি দিয়ে লেখাটা আরও একটু বাড়িয়ে লেখেন, 'সব সময় পাশে থাকার জন্য ধন্যবাদ'।

নিজের তৃতীয় পোস্টে ফুটবলপ্রেমীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে শুরুতে লেখেন, 'কোপা আমেরিকা শেষ। প্রথমেই আমি আমাকে দেওয়া বার্তা আর অভিনন্দনের জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানাতে চাই।'

নিজের চোটের হালনাগাদ খবর জানাতে গিয়ে পরে যোগ করেন, 'আমি ঠিক আছি। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। আশা করছি, দ্রুতই আমি মাঠে ফিরতে পারব এবং আমি যে কাজটা করতে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি, সেটা উপভোগ করব।'

পোস্টের শেষে মেসি লেখেন, প্রিয় সতীর্থ অ্যাঞ্জেল ডি মারিয়া ও নিকোলাস ওতামেন্দির মতো সমান রোমাঞ্চিত তিনি, 'ফিদেও (ডি মারিয়া) আমাদের ছেড়ে গেছে। কিন্তু আমরা আরেকটি কাপ জিতেছি। এ কারণে আমি খুব খুশি। বড় ব্যাপার হচ্ছে, তার মতো ওতা ও আমি- আমরা বিশেষ রোমাঞ্চ নিয়ে অনুভব করছি।'

আর্জেন্টাইন ফুটবলারদের 'বর্ণবাদী' গানের তদন্ত করছে ফিফা

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : কয়েক দিন ধরেই গণমাধ্যম তোলপাড় কোপা আমেরিকা জয়ের পর আর্জেন্টিনার ফুটবলারদের গাওয়া একটি গান নিয়ে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে গানটি ছড়িয়ে পড়ার পর আর্জেন্টাইন ফুটবলারদের বর্ণবাদী আচরণ নিয়ে ওঠে সমালোচনার ঝড়। ইতোমধ্যে ব্যাপারটা নিয়ে আইনি লড়াইয়ের ঘোষণা দিয়েছে ফরাসি ফুটবল ফেডারেশন (এফএফএফ) ও ইংলিশ ক্লাব চেলসি। সবশেষ খবর হলো, এ নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে স্বয়ং ফুটবলের নিয়ন্তা সংস্থা ফিফা।

গত রোববার যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডায় কলম্বিয়াকে ১-০ গোলে হারিয়ে কোপা আমেরিকার শিরোপা ধরে রাখে আর্জেন্টিনা। শিরোপা উদযাপনের এক পর্যায়ে আর্জেন্টাইন ফুটবলাররা গান গাইতে শুরু করেন। সেই গানের ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করেন আর্জেন্টাইন মিডফিল্ডার এনসো ফের্নান্দেস। এক্স ও ইনস্টাগ্রামে দ্রুত সেই ভিডিও ছড়িয়ে পড়ে।

ভিডিওতে দেখা যায়, ফ্রান্স দলের আফ্রিকান বংশোদ্ভূত ফুটবলারদের দিকে বাজে ইঙ্গিত করে গান গাইছেন আর্জেন্টাইন ফুটবলাররা। আফ্রিকান বিভিন্ন দেশ থেকে এসে তারা ফ্রান্সের পাসপোর্ট নিচ্ছে, এরকম ছিল গানের কথা। ফ্রান্সের অধিনায়ক ও সবচেয়ে বড় তারকা কিলিয়ান এমবাপের দিকে কুৎসিত ইঙ্গিতও ছিল সেই গানে। বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু হওয়ার কথা জানিয়েছেন ফিফার এক মুখপাত্র।

"সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিও সম্পর্কে অবগত রয়েছে ফিফা এবং ঘটনাটি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ফিফা খেলোয়াড়, ভক্ত এবং কর্মকর্তাসহ যে কারও দ্বারা যেকোনো ধরণের বৈষম্যের তীব্র নিন্দা জানায়।"

সেই ভিডিওর নিচে এনসো ফের্নান্দেসের চেলসি সতীর্থ ও ফ্রান্সের ডিফেন্ডার ভেসলে ফোফানা মন্তব্য করেন, '২০২৪ সালের ফুটবল: অকুণ্ঠ বর্ণবাদ।'

ভিডিওটি নিয়ে তুমুল তোলপাড় ওঠার পর তা সরিয়ে ফেলে ক্ষমা চান এনসো ফের্নান্দেস।

"প্রচণ্ড অপমানজনক ভাষায় ছিল ওই গানে এবং ওসব কথার জন্য কোনা অজুহাত চলে না। আমি সব ধরনের বৈষম্যের বিরুদ্ধে এবং আমাদের উদযাপনের উন্মাদনায় পড়ে ওরকম করে ফেলার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি।"

চেলসিও বুধবার বর্ণবাদের বিরুদ্ধে নিজেদের অবস্থান জানিয়ে বিবৃতি দেয়।

"চেলসি ফুটবল ক্লাব সব ধরনের বৈষম্যমূলক আচরণকে পুরোপুরি অগ্রহণযোগ্য বলে মনে করে। আমরা একটি বৈচিত্র্যময়, অন্তর্ভুক্তিমূলক ক্লাব হতে পেরে গর্বিত যেখানে সমস্ত সংস্কৃতি, সম্প্রদায় এবং পরিচয়ের লোকেরা স্বাগত বোধ করে।"

আর্জেন্টিনার অলিম্পিক ফুটবল দলের কোচ হাভিয়ের মাচেরানো এ নিয়ে ফার্নান্দেজের পাশে দাঁড়িয়েছেন। লিভারপুল ও বার্সেলোনার সাবেক এই ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার মনে করেন, ভিডিওটি অপ্রাসঙ্গিকভাবে টেনে আনা হয়েছে। তাঁর ভাষায়, 'আমরা আর্জেন্টাইনরা আর যাই হোক অন্তত বর্ণবাদী নই। আমি এনজোকে চিনি। দারুণ মানুষ। তার এমন কোনো সমস্যা নেই।'

ইংল্যান্ডের দায়িত্ব নিতে চান

জার্মানিকে বিশ্বকাপ জেতানো কোচ

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : টানা দ্বিতীয়বারের মতো ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল হেরেছে ইংল্যান্ড। ইতালির পর তারা শিরোপা হারিয়েছে স্পেনের কাছে। দুইবারই দলটির কোচ ছিলেন গ্যারেথ সাউদগেট। এবার স্পেনের কাছে হারের পর পদত্যাগের ঘোষণা দিয়েছেন তিনি।

এখন ইংল্যান্ডের ফুটবলে চলছে নতুন কোচের খোঁজ। এই তালিকায় অনেক বড় বড় কোচের নামই শোনা যাচ্ছে। এর মধ্যে আছেন ২০১৪ সালে জার্মানিকে বিশ্বকাপ জেতানো কোচ হোয়াকিম লো। দ্য সান জানিয়েছে, ইংল্যান্ড ফুটবল ফেডারেশনের প্রস্তাব পেলে দায়িত্ব নিতে চান তিনি।

২০২১ সালে ইউরোর শেষ ষোলোর লড়াইয়ে ইংল্যান্ডে কাছে হারে জার্মানি। ওই ম্যাচের পর দায়িত্ব ছাড়ার ঘোষণা দেন লো। এরপর থেকে আর কোনো দলের সঙ্গে কাজ করেননি তিনি। তবে এখন লো ইংল্যান্ডের হয়ে কাজ করতে আগ্রহী বলে জানিয়েছে ইংল্যান্ডের দৈনিকটি।

ইংল্যান্ডের কোচ হওয়ার ক্ষেত্রে বেশ কিছু নাম নিয়েই গুঞ্জন ছড়িয়েছে। এর মধ্যে আছেন পেপ গার্দিওলা, এডি হাউ, গ্রাহাম পটারের মতো কোচরা। আগামী সেপ্টেম্বরে নেশন্স লিগের ম্যাচে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে মাঠে নামবে ইংল্যান্ড, এর আগেই তাদের খুঁজে বের করতে হবে নতুন কোচ।

মেসিকে ক্ষমা চাইতে বলে

চাকরিচ্যুত আর্জেন্টাইন এক কর্মকর্তা

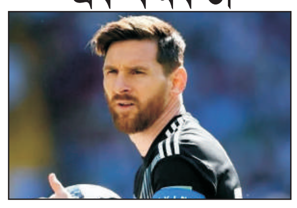

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : ফুটবল জাদুকর লিওনেল মেসিকে ক্ষমা চাইতে বলে বরখাস্ত হয়েছেন আর্জেন্টিনার এক ক্রীড়া কর্মকর্তা। চাকরি হারিয়েছেন দেশটির আন্ডার সেক্রেটারি অব স্পোর্টস জুলিও গারো। গত রবিবার কোপা আমেরিকায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছে আর্জেন্টিনা। শিরোপা জয়ের পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মাঝমাঠের তারকা এনজো ফার্নান্দেজ লাইভে আসেন। সেখানে সতীর্থদের সঙ্গে তাকে বর্ণবাদী গান গাইতে দেখা গেছে।

ফ্রান্সের ফুটবলারদের নিয়ে খুবই অপমানজনক ও বর্ণবাদী ভাষায় গাওয়া হয়েছে সেই গান। এই কাণ্ডে আর্জেন্টিনা কাপ্তান লিওনেল মেসি জড়িত নন। তারপরও এ ঘটনায় মেসিকে ক্ষমা চাইতে বলেন গারো। এমনকি আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের (এএফএ) সভাপতি ক্লদিও তাপিয়াকেও একই পরামর্শ দেন গারো। এরপরই এই ক্রীড়া কর্মকর্তাকে চাকরিচ্যুত করেন আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্ট হ্যাভিয়ার মিলেই।

গারো বলেছিলেন, 'জাতীয় দলের অধিনায়কের এ জন্য ক্ষমা চাওয়া উচিত। এএফএ সভাপতিরও ক্ষমা চাওয়া উচিত। আমার মনে হয়, এটা ঠিক না। এটা আমাদের গৌরবান্বিত দেশকে বাজে পরিস্থিতিতে ফেলেছে।' গারোর এই মন্তব্য মেনে নিতে পারেননি আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্ট মিলেই।

আর্জেন্টিনা সরকারের অফিশিয়াল এক্স অ্যাকাউন্ট থেকে গারোকে বরখাস্ত খবর দিয়ে জানানো হয়, 'প্রেসিডেন্ট অফিস জানাচ্ছে যে, বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন, টানা দুবার কোপা আমেরিকা চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা জাতীয় দল বা কোনো নাগরিক কী ভাববে, কী করবে, সেটা কোনো সরকার বলতে পারে না। এ কারণে জুলিও গারো আর্জেন্টিনার আন্ডার সেক্রেটারি অব স্পোর্টসের দায়িত্বে আর থাকছেন না।'

চাকরি হারিয়ে অনুতপ্ত গারো এক্সে লিখেন, 'আমার কথা যদি কাউকে আঘাত করে, তাহলে দুঃখিত। এটা আমার উদ্দেশ্য ছিল না। তবে আমি সব সময়ই যেকোনো ধরনের বর্ণবাদের বিরুদ্ধে থাকব।'

রিয়ালে চুক্তির মেয়াদ বাড়ল মদ্রিচের

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : লুকা মদ্রিচের সঙ্গে আরও এক বছরের চুক্তি নবায়ন করলো রিয়াল মাদ্রিদ। ২০২৫ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত ইউরোপের শীর্ষ ক্লাবটিতে থাকছেন ৩৮ বছর বয়সী ক্রোয়েশিয়ার এই মহাতারকা। বুধবার স্পেনের ক্লাবটির সঙ্গে চুক্তি সম্পন্ন করেছেন মদ্রিচ। এরপর রিয়াল এক বিবৃতিতে মদ্রিচের থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করে, 'আমরা আমাদের (নতুন) অধিনায়কের সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ বাড়ানোর ব্যাপারে সম্মত হয়েছি। তিনি ২০২৫ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত ক্লাবের সঙ্গে থাকছেন।'

গত মৌসুমে রিয়ালের জার্সিতে খুব বেশি সময় খেলার সুযোগ পাননি মদ্রিচ। কিন্তু কার্লো আনচেলত্তি বদলি খেলোয়াড় হিসেবে তাকে যখনই মাঠে নামিয়েছেন তখনই নিজের উপযোগিতা দেখিয়েছেন। লা লিগা পুনরুদ্ধার, চ্যাম্পিয়নস লিগ জয়ে বড় অবদান রয়েছে অভিজ্ঞ মিড ফিল্ডারের। তাইতো রিয়াল ও মদ্রিচ জুটির মেয়াদ বাড়লো আরও এক বছর। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মদ্রিচ লিখেছেন, 'বিশ্বের সেরা ক্লাবের হয়ে খেলা চালিয়ে যেতে পেরে আনন্দিত।'

এক যুগ এই ক্লাবে কাটিয়ে ক্যারিয়ারের সব অর্জন করেছেন মদ্রিচ। ৬টি চ্যাম্পিয়নস লিগ, ৪টি লা লিগা জিতেছেন। ২০১৮ সালে মেসি ও রোনালদোর স্বর্ণযুদের সময়ে তাদের টপকে মদ্রিচ জিতেছিলেন ব্যালন ডি'অরও। সবমিলিয়ে ২৬ ট্রফি রয়েছে তার ব্যক্তিগত শোকেসেই।

অ্যাশেজের জন্য পেসারদের গড়ছেন জেমস অ্যান্ডারসন

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে লর্ডসে প্রথম টেস্ট খেলার পর অবসর নিয়েছেন জেমস অ্যান্ডারসন। তবে সদ্য সাবেক এ ক্রিকেটার কিন্তু ইংল্যান্ড ও ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ডের (ইসিবি) সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করছেন না। ঘরের মাটিতে চলতি ক্যারিবিয়ানদের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজে ইংল্যান্ড দলের সঙ্গেই থেকে যাচ্ছেন তিনি। আগামী দেড় বছরের মধ্যে ইংলিশরা অস্ট্রেলিয়াতে খেলতে যাবেন অ্যাশেজ সিরিজ। সেই সিরিজ জিতে তবেই ঘরে ফিরতে চান তারা। লর্ডসে প্রথম টেস্টের আগেই ইংল্যান্ড ক্যাপ্টেন বেন স্টোকস জানিয়েছিলেন ভবিষ্যতের এই সফর সূচির কথা। আর এই লক্ষ্যেই দলকে নতুন করে গড়ে তুলতে যাচ্ছেন জেমস অ্যান্ডারসন। তার মানে তার দায়িত্ব পেয়েছেন তিনি দীর্ঘ সময়ের জন্য। ইংল্যান্ডের টিম ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে বসার পরই দলের সঙ্গে কাজ করে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কিংবদন্তি এ পেসার। তবে এবার ইংল্যান্ডের সঙ্গে থাকছেন একেবারে ভিন্ন এক ভূমিকায়। ইসিবি দলের বোলিং মেন্টর হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে তাকে। নতুন দায়িত্ব পেয়ে দলের নতুন প্রতিভাবান পেসারদের গড়ে তুলবেন ভবিষ্যতের জন্য।

এখন এ ডানহাতি পেসার দলের সঙ্গে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে দুটি টেস্টে কাজ করবেন। টেস্ট সিরিজ শেষে তিনি এই দায়িত্বে থাকবেন কি না, তা অবশ্য স্পষ্ট করে জানায়নি ইসিবি।সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচটি খেলা হবে ট্রেন্টব্রিজে। আজ বৃহস্পতিবার বিকাল ৪টা থেকে মাঠে গড়াবে টেস্ট ম্যাচটি। এই দ্বিতীয় টেস্ট থেকেই নতুন ভূমিকায় দেখা যাবে অ্যান্ডারসনকে। দ্বিতীয় টেস্টের ইংল্যান্ড দলে ইতিমধ্যেই জিমির বদলি হিসেবে জায়গা করে নিয়েছেন মার্ক উড। প্রথম টেস্টে ইংল্যান্ডের হয়ে অভিষেক হয়েছে গাস অ্যাটকিনসনের। বল হাতে দুরন্ত পারফরম্যান্স উপহার দিয়েছেন তিনি। শিকার করেছেন ১২ উইকেট। গাস অ্যাটকিনসনের মতো নবীনদেরকে পথ প্রদর্শনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে জিমিকে।

দীর্ঘ দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে মাঠ কাঁপিয়ে বেড়িয়েছেন। লাল বলের সংস্করণে ইংল্যান্ডের হয়ে ১৮৮ ম্যাচ খেলে বর্ণিল ক্যারিয়ারকে গুডবাই জানিয়েছেন কিংবদন্তি পেসার জেমস অ্যান্ডারসন। টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে সর্বাধিক উইকেট শিকারী পেসার হিসেবে তিনি অবসর নিয়েছেন। ৪১ বছরের অ্যান্ডারসন নিজের ক্যারিয়ারের শেষ টেস্টে নিয়েছেন চারটি উইকেট। এতে সবমিলিয়ে তার শিকার ৭০৪ টি উইকেট। সর্বোচ্চ উইকেট সংগ্রাহকদের তালিকায় সবার ওপরে রয়েছেন মুত্তিয়া মুরালিধরন। তার নামের পাশে রয়েছে ৮০০ উইকেট। দ্বিতীয় স্থানে আছেন শেন ওয়ার্ন। তালিকার তৃতীয় বোলার অ্যান্ডারসন। ভারতের অনিল কুম্বলে আছেন চারে।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR